নমো জগদীশ্বরায়

পতিব্রতোপাখ্যান।

জিলা রঙ্গপুরান্তঃপাতি কুণ্ডী নিবাসি ভূম্যধিকারি
শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুর্ধুরি মহাশয়ের আদেশে

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত
শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য
রচিত

কলিকাতা শোভাবাজারীয় সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত
হইল।

১২৫৯ শাল ১১ মাঘ।
ইংরেজি ১৮৫৩ শাল ২৩ জানুআরি।

PRINTED BY SHIBE KRIST MITTER.

ভূমিকা।

জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কুণ্ডী স্থানীয় ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুর্ধুরি মহাশয় ৫০ টাকা পারিতোষিক শিরোনামাঙ্কিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে লেখেন,, পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম পতিব্রতা চরিত্র চিহ্নাদি বিষয়ে "পতিব্রতোপাখ্যান,, নামে এক মনোনীত গ্রন্থ যিনি লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিবেন,, তাহা পাঠে অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার সভা পণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক ভাস্কর যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড়শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন। যে সকল স্ত্রীলোকেরা পাতিব্রাত্যের অভিলাষ করেন এবং পুরুষগণ মধ্যে যাঁহারা পতিব্রতানারী পরায়ণ হইতে অভিলাষী হয়েন তাঁহারা এই "পতিব্রতোপাখ্যান,, দর্শনীয় জ্ঞান করুন।

নমো জগদীশ্বরায়।

পতিব্রতোপাখ্যান।

ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য এই আশ্রম চতুষ্টয় মধ্যে গার্হস্থ্যই প্রধান আশ্রম, মন্বাদি গ্রন্থে কথিত আছে যেমন জন্তুমাত্র প্রাণ বায়ু ব্যতীত জীবন ধারণে অসমর্থ তাদৃশ অন্যান্য আশ্রমিরা গৃহস্থ ব্যতিরেকে স্বস্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে অক্ষম, তাঁহারা দেহ যাত্রা সমাধা নিমিত্ত গৃহিকে অবলম্বন করেন, গৃহিরা ও তাঁহাদিগকে বিপদে রক্ষা ও অনশনে ভিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তন্নিমিত্তই গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম হইতে উৎকৃষ্ট ও কর্ত্তব্য বলিতে হয় ※ ১।

এই উৎকৃষ্ট আশ্রম গার্হস্থ্য, ইহার প্রধান উপকরণ গৃহিণী গৃহিণী ব্যতীত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কদাপি সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব মনাদি গ্রন্থে গৃহিদিগের প্রথম দার গ্রহণের বিধি

প্রমাণং ※ ১।যথা। বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমা ইতি। তস্মাত্ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং। গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহীতিচ ১। মনুঃ।

আছে * ২। এবং সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেক * ৩। এই বিধি বাক্যে ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ ও অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা গৃহমেধিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা সকলি গৃহিণী সাচিব্য অপেক্ষা করে অত এব যে গৃহির দুরদৃষ্টক্রমে গৃহিণী বিনষ্টা হয় তাহাকেও পুনর্ব্বার দারগ্রহণ করিতে হইবেক * ৪। নতুবা গৃহিরাও কদাচ নিরাশ্রমে অবস্থান করিবেননা * ৫। সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র জনাপবাদভয়ে বিজনে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এবং অপত্যোৎপাদন ব্যতিরেকে পৈতৃকঋণ পরিশোধ হয় না সুতরাং তন্নিমিত্তেও গৃহিদিগের দার গ্রহণ বৈধ হইয়াছে।

---

* ২। গুরুণানুমতঃস্নাত্বা সমাবৃত্তো যথা বিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণালক্ষণান্বিতা মিতি। ঐ

* ৩। সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেদিতি।

* ৪। ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি। পুনর্দারক্রিয়াংকুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ। ঐ

* ৫। অনাশ্রমী নতিষ্ঠেত্তু দিনমেবমপিদ্বিজঃ। আশ্রমেণ বিনাতিষ্ঠন্প্রায়শ্চিত্তীয়তেত্বসৌ॥ জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়েবা রতঃ সদা। নাসৌ ফলং সমাপ্নোতি আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ য় ইতি চ দক্ষ সংহিতা॥

যাঁহারা সাংসারিক ধর্ম্মাভিলাষী ও বৈষয়িক সুখ প্রয়াসী তাঁহারাই এই সকল শাস্ত্রানুসারে এবং অনিন্দিত শিষ্টাচার দৃষ্টান্তে দার গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু সেইব্যক্তিই বৈষয়িক সুখাস্বাদনে সমর্থ সেই ব্যক্তিই গার্হস্থ্যে দীক্ষিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম দ্বারা অহরহঃ পুণ্য পুঞ্জ সমুপার্জ্জনে পটু সেই ব্যক্তিই সুসন্তান পরম্পরা দূর্ব্বাকাণ্ডের ন্যায় বংশ বিস্তার করিয়া ভুবন মধ্যে চিরস্মরণীয় হন যাঁহার গৃহে গৃহিণী পতিমতাবলম্বনে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

যাহাদিগের কামিনীরা পতিমতাবলম্বন না করে তাহাদিগের দারগ্রহ কেবল গলগ্রহ মাত্র, সার স্বরূপ এই সংসার তাহাদিগের সম্বন্ধে অতি দুঃসহ দুঃখময় হইয়া উঠে তাহাদিগেরি হৃদয় প্রাবৃট্কালীন জলাশয়ের ন্যায় নিয়ত অস্বচ্ছ ভাবে থাকে।

শাস্ত্রে দৃষ্টহইতেছে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন গৃহিদিগের সুখ কি, গুরু প্রত্যুত্তর করিলেন সুকলত্র অর্থাৎ যাহার কামিনী স্বমতাবলম্বিনী সেইব্যক্তিই যথার্থ সুখী পত্নী ভিন্নমতাবলম্বিনী হইলে গৃহির সুখোপার্জ্জন দূরে থাকুক দীর্ঘ২ দুঃখে দিবানিশি তাহার দেহ দাহ করে। * ১।

এবং স্বামী যদি কামিনী প্রতি পরিতুষ্ট না থাকেন তাহা হইলে সে কামিনীর জীবন ধারণ অকিঞ্চিৎকর, ভর্ত্তা যাহার

প্রমাণং। *১। কিং সোক্‌খং সুকলত্তং। ১। প্রাকৃত কাব্যং।

প্রতি সন্তোষী হন সেই নারীই সার্থক দেহ ধারণ করে ও সকল দেবতারা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। * ১। বিশেষত যে গৃহেতে দম্পতিদিগের পরস্পরের নিতান্ত গাঢ় প্রেমগ্রন্থি সে গৃহে যে কেবল সেই দম্পতীই সুখী এমন নয় তাহার কুল পর্য্যন্ত সকলে চিরকাল কুশলে কালযাপন করে। ২ *।

এবং সংসারিদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই মাতৃজঠরে জরায়ু শয্যায় অবাক্ শিরা শয়ন করিয়া সার্থক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন সেই ব্যক্তিই জগতে ধন্যবাদ ভাজন যাঁহার গৃহে অভিমতা পতিব্রতা পত্নী আছেন। * ৩।

যেমন গৃহে স্ত্রীর সান্নিধ্য থাকিলে গৃহ উজ্জ্বল হয় তাদৃশ পতিমতাবলম্বিনী নিতম্বিনীরাও গৃহের প্রধান অলঙ্কার হইয়া শোভা বৃদ্ধি করেন অতএব পতিব্রতা স্ত্রীতে আর শ্রীতে বৈলক্ষণ্য নাই ইহা নানা শাস্ত্রে কথিত আছে যেমন বুদ্ধি বৃত্তি বিরহে বিদ্যাভ্যাস নিরর্থক পরোপকার বিনির্ম্মুখে দেহ ধারণ বিফল ও মনঃশুদ্ধি না থাকিলে প্রায়শ্চিত্ত নিষ্প্রয়োজন

---

*১। ন সা স্ত্রীহ্যভিমন্তব্যা যস্মিন্ ভর্ত্তা ন তুষ্যতি। তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্ব দেবতাঃ। ভারত।

* ২। সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তস্য বৈ ধ্রুবং। মনু।

প্রমাণং। ৩। * পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতেরতাঃ। যস্যস্যাৎ সদৃশীভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষোভুবি ॥ ভারতং।

তাদৃশ সদৃশ সীমন্তিনী ব্যতীত ও সংসার ধর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর বলিতে হয়।

আর স্বামী অভিমতকামিনীতে সাতিশয় প্রীতিনিধান হইয়া চিরকাল সুখে সময় যাপন করে অবিচ্ছিন্ন বংশ পর ম্পরা ধরাতল আলোকময় হয় কিন্তু যদি স্ত্রী পুরুষের প্রেমপাত্র না হয় ও পুরুষ স্ত্রীর মনঃসন্তোষ কারণ না হয় তাহা হইলে কদাচ বংশ বিস্তার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ✱। ১

স্ত্রী পুরুষ পরস্পর অপ্রণয়ে কালযাপন করিলে তাহা দিগের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয় না ইহা কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ এমত নহে নির্দোষ যুক্তিতেও ইহা উপস্থিত হইয়া থাকে অতএব সংসার মধ্যে অভিমতা স্ত্রী থাকিলে গৃহিরা সৎপুত্রোৎপাদন করিয়া পৈতৃক ঋণহইতে মুক্ত হইতে পারেন তাহাতেই পুরু ষের পুন্নাম নরক নিস্তার হয় সুতরাং তাহারা অনন্ত স্বর্গ ভোগে সমর্থ হয়। ২। ✱

সংসার মধ্যে যে সকলেরি সকল সম্পদ থাকে এমত নহে কাহার ধন সত্ত্বে জন নাই কাহার পরিজন থাকিলেও ধন নাই কিন্তু যাহার গৃহে অভিমতা গেহিনী থাকে তাহার আর কোন বিষয়ের নিমিত্ত সাতিশয় লালসা থাকে না যে গৃহে

১। ✱ যদি হি স্ত্রী নরোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ। অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং নৈবজায়তে। মনুঃ

২। ✱ লোকানন্ত্যং দিবপ্রাপ্তিঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ।

অভিমত। গেহিনী নাই সেগৃহ নানানিধিতে পরিপূরিতহইলে ও প্রচুর পরিজনে আবৃতহইলেও আর অট্টালিকাময় হইলেও রক্ষিগণে নিয়ত রক্ষিত হইলেও কান্তারেরন্যায় শূন্যেরন্যায় অরণ্যের ন্যায় এবং শ্মশানের ন্যায় প্রতীয় মান হয় ইহা নীতি শাস্ত্রেও কথিত আছে যে গৃহির গেহে কুটুম্বিনী পতির বিসম্বাদিনী হয় অরণ্যই সে গৃহির গন্তব্য স্থান যেহেতু রণ্য ভূমি ও বন্য ভূমি আর তাহার গৃহ এতত্রিয়ের কিছুমাত্র বৈ লক্ষণ্য নাই প্রত্যুত অরণ্যে বন্য ফল মূলাদি যথেচ্ছভক্ষণে এবং তরুতল শয়নে তাহার মানসিক গ্লানি থাকে না কিন্তু গৃহাবস্থানে অহরহঃ আধির উদ্রেক হওয়ায় দুঃখ প্রবাহেই দিনযাপন হয় প্রাণবায়ু ধারণেও ভাবজ্ঞান হয় নিয়ত সুখ নিধান বিষয় সকল ও বিষম বিষতুল্য বোধ হয় এবং ক্ষণে২ আপন মরণেচ্ছায় মহাপাতক স্বীকার করিতে হয়।

এবং পত্নী পতির ও পতি পত্নীর অর্দ্ধ শরীর। ১। * পাণিগ্রহণকালে দম্পতী পরস্পরের অস্থিতে অস্থি মাংসে মাংস ত্বচে ত্বচ ঐক্য হয়। ২। *। এই স্ব শরীরার্দ্ধ জায়াতে পতির সাতিশয় প্রণয় সঞ্চার হইয়া থাকে পতিও পত্নীর পরম প্রীতি পাত্র হন অতএব এই স্ব শরীরার্দ্ধ স্বরূপ সীম

প্রমাণং। * ১। শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা।। বৃহস্পতি সংহিতা।

* ২। অস্থিভিরস্থিনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচং।। শ্রুতিঃ।

ন্তিনীরাও স্বশরীবার্দ্ধ স্বরূপ স্বামিরা পরস্পর ভিন্ন মতাবলম্বন করিলে কি সংসারের নিতান্ত বিসংষ্ঠুলতা জন্মে না। শারীরিক বা মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলে দম্পতী পরস্পরের নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া ক্লেশ বিভক্ত করে স্বামী অতি দুঃসহ সহোদর শোকে বা প্রাণ হরণ পুত্র শোকে বিহ্বল ও বিচেতন হইলে সীমন্তিনী ভিন্ন অন্য আর তাহার সান্তনার ঔষধ বসুন্ধরা মধ্যে কি আছে পত্নীও তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ্য শোকসাগরে পতিত হইলে পতিই তাহার হস্তাবলম্বন হয় এবং অন্য কোন বিষয়ে মন্ত্রণা বা বিবেচনা করিতে হইলে দম্পতীদিগের পরস্পর অপেক্ষা করে সুতরাং তাহাদিগের মত বিভিন্ন হইলে কদাচ এসকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

কোন ব্যক্তি দেশান্তরে গমন করিলে পরিজনেরা প্রসঙ্গ ক্রমে ক্ষোভ প্রকাশ করে কিন্তু জায়াপতির পরস্পর কেহ দূরস্থ হইলে যে অন্যতরের কিপর্য্যন্ত মনঃপীড়া তাহা চরাচরের অগোচর নাই আমি সভ্য জনোপকণ্ঠে মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি স্বামিবিয়োগে কামিনীর ও কামিনীবিয়োগে স্বামির এতাদৃশ অসহ্য অবক্তব্য ক্লেশ কদম্ব উত্থিত হয় যে অন্যান্য পরিজন বিয়োগে তাহার অনেকাংশে ন্যূনতা ইহার অনেক উদাহরণ নানা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে সূর্য্যবংশীয় অজ রাজা ইন্দুমতী বিয়োগে বিবিধ প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা মহা কবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে নিবদ্ধ করেন যাহা শ্রবণ

করিলে চেতন বস্তু দূরে থাকুক প্রস্তরপর্য্যন্তের ও দ্রব হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

চন্দ্র বংশীয় রাজা পুরুরবা বন বিহারাবসরে ঊর্ব্বশী কার্ত্তিকেয় শাপে লতা ভাব প্রাপ্ত হইলে অধৈর্য্য হইয়া নির্ম্মল শশাঙ্ক কুলের অপবাদ ও সজ্জন সমাজে আপনার উপহাস পর্য্যালোচনা শূন্যতায় উন্মত্ত প্রায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র যিনি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণের এক দৃষ্টান্ত স্থান তিনি ও কৌণপাধম দশানন কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে তাঁহার শোকে নিজ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণকে বিসর্জ্জন দিয়া রজনীতে দিবস ও জলে স্থল ভ্রান্তি এবং ক্ষণে২ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎকালে তাঁহার এতাদৃশ শোকসিন্ধু সন্ধুক্ষিত হইয়াছিল যে তিনি শত যোজন বিস্তীর্ণ সিন্ধুতে ও গোস্পদ বুদ্ধি করিয়া বন্ধন করেন এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মহাত্মারা পুরাকালে প্রেয়সী বিরহে অতিশয় দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়েও এমন ব্যক্তি অনেক আছেন ইহাঁর দিগের সকলের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে হইলে গ্রন্থের বাহুল্য।

কেহবা তাদৃশ দুঃসহ বিয়োগ বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া দেহ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহার অনেক প্রমাণ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় শ্বেত কেতু ঋষির কুমার পুণ্ডরীক মনোরথ প্রিয়া গন্ধর্ব্ব রাজ পুত্রী মহা শ্বেতার বিরহে স্বদেহ

পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে যে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পতি বিয়োগে পত্নী দিগের যে কি পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ তাহা কিঞ্চিৎ পরে পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রস্তাবে বিস্তৃত হই বে অতএব স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরম প্রেম পাত্র বলিতে হইবে, গৃহিণীরা যদি স্ব২ পতির মতাবলম্বিনী না হয় তাহা হইলে তাহারা কদাচ পতির প্রণয়িনী হইতে পারে না এবং স্বামীও বিভিন্ন মতাবলম্বন করিলে গৃহিণী দিগের কথন মনস্তুষ্টি হয় না, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের এই রূপ পরস্পর অসন্তোষ জন্মিলে আর সাংসারিক সুখের বিষয় কি রহিল উভয়কেই যাবজ্জীন বিষয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তন্নিমিত্ত পত্নীরা পতির মতাবলম্বিনী হইয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করি বেক তাহাতে অনেক উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট ফল দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব কালে প্রায় সকল কামিনীরাই নিজ২ পতির আভিমত্যে কাল যাপন করত বৈষয়িক সুখ সম্ভোগে ও অহরহঃ পুণ্য পুঞ্জ সমুপার্জ্জনে দেহ যাত্রা সমাধা করিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় দম্পতিদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব অসমবুদ্ধি এবং ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়াতে সংসারের কি বিশৃঙ্খলতা না ঘটিতেছে, সকল সুখসাধন ও উত্তম কুশলালয় বিবাহব্যাপা রও অশেষ ক্লেশের মূলীভূত হইয়াছে, মানসিক ভাব বিভিন্ন

হওয়াতে কত শত দম্পতী নিতান্ত দুঃখে দিনপাত করিয়া থাকে পরস্পরের প্রণয় সঞ্চার বা স্নেহ প্রচার কিছুই দেখা যায় না, পতির অভিমতা হওয়াই প্রণয়াঙ্কুরের প্রধান কারণ নতুবা উর্ব্বশীর ন্যায় রূপরাশী হইলেই কি পতির সাতিশয় প্রীতি পাত্র হইতে পারে, পবিত্র আভিজাত্য থাকিলেই কি ভর্ত্তাকে অনুরক্ত করিতে সমর্থা হয়, কদাচ নহে।

পরম সুন্দরী বধূকে প্রাপ্তিমাত্রে ভর্ত্তা প্রথম উদ্যমে অত্যন্তাহ্লাদে ঐ বনিতাপ্রতি অতি প্রণয়ী হইতেছে ইহা যদিও দৃষ্টিগোচর হয় বটে কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত, মন বিভিন্ন হইলে সৌন্দর্য্য শীলা মহিলা ও তাহার মনোহর লাবণ্য কিছু কাল বিলম্বে অতি বিরাগ বাড়বানলকে প্রসব করে অতএব যদি দম্পতিদিগের পরস্পরের মন এক হইত তাহাহইলে তাহাদিগের প্রণয়াঙ্কুরকে সমূলোন্মূলন করিতে জরা আধি অথবা ব্যাধি ইহারা কেহই সমর্থ হইত না।

এক্ষণকার দম্পতিদিগের বিভিন্নমতি উপস্থিত হওয়াতে কি দুঃখের বিষয় না ঘটিতেছে, ইহাদিগের মনের অনৈক্যই সংসার সাগরের দুঃখ প্রবাহকে প্রবল করিতেছে।

দেখ কি দুঃখের বিষয় স্বামী যে সকল কার্য্য অনর্থক ও অপকারক বলিয়া সবিশেষ অবগত থাকেন তাঁহার কামিনী কর্ত্তব্য বোধে তাহারি অনুষ্ঠানে যত্ন করে এবং যোষারা যে বিষয়ে দোষাশ্রয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করে তাহার স্বামী তাহাতেই

পরমপূজনীয় বোধে অত্যাদর দর্শান, দম্পতিদিগের অন্তঃ করণের ভিন্নতায় এইরূপ ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক অনৈক্য ঘটি তেছে ইহা কেহই চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেখেন না।

এক্ষণে গৃহে গৃহে দুর্বোধ অবরোধগণ যৎ সামান্য বিষয় লইয়া ঘোরতর বিরোধ উত্থাপিত করিতেছে তাঁহাতে যে কেবল কলহকারিরাই ক্লেশ পায় এমত্ নহে গৃহপতি এবং অন্যান্য পরিজন ও সর্ব্বদা বিরক্ত হইয়া থাকেন, কখন২ সেই সামান্য কন্দোল বদ্ধমূল হওয়াতে সংসারমধ্যে সাতিশয় ব্যামোহ দায়ক ভ্রাতৃভেদ প্রভৃতি নানা অঘটন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমি অসঙ্কোচে সর্ব্বজন সমক্ষে কহিতে পারি এত দ্দেশে এমন্ গৃহস্থের গৃহ নাই যেখানে স্ত্রী জাতির নিরর্থক কুক্কুর কন্দোলের আন্দোলন না হয়।

কেহবা সেই কন্দোলে নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া সংসার ধর্ম্মে এককালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তীর্থ যাত্রায় প্রণয় বদ্ধ করিতেছে, কেহবা ঐ বিষয়ে কুটুম্বগণের কটুবাক্যে দিবানিশ ব্যাকুল হইয়া হালাহলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছে কেহবা পরিজনের তদ্বিষয়ক নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিরিক্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উদ্বন্ধনে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে এবং কেহবা তত্তদ্দুঃখে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া মহারিপু ক্রোধের পরতন্ত্রতায় স্বহস্তে স্বপুত্র কলত্রাদিকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছে, ইহা কি সামান্য আপেক্ষের বিষয় যে সংসারসার

স্বরূপ পণ্ডিত মণ্ডলীরা যাহাকে সুখময় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এ গার্হস্থ্য ধর্ম্মও এক্ষণে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। যদি ইদানী ন্তন সীমন্তিনীগণ স্বস্ব পতির মতাবলম্বন করিত তাহাহইলে আর এমন অঘটন ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত না।

এক্ষণকার ভিন্ন মতাবলম্বিনী নিতম্বিনীরা স্বামির প্রেম পাত্র না হইয়া মনের অসন্তোষে দিনযাপন করে সুতরাং মনের সুস্থতা না থাকায় কোন বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে না সর্ব্বদা অস্থির চিত্তে ক্রোধ ঈর্ষা অসূয়া দ্বেষ লোভ প্রভৃতি দোষের আস্পদ হইয়া থাকে তাহাতে মহাগুরু স্বামির সেবা দূরে থাকুক হিংসাপিশাচীর সাহায্যে কোন প্রতিবেশিনীকে উত্তম বেশ ভূষায় ভূষিতা দেখিলে ভর্ত্তার নিকট সেইরূপ পরিচ্ছদ প্রার্থনা করিয়া বসে তাহাতে স্বামির দুঃসময় দুরবস্থা ও অর্থ সামর্থ্য ইহার প্রতি নেত্রপাত করেনা আমি বিশেষ অবগত আছি অলঙ্কার বিষয়ে ভার্য্যার উত্তেজনায় অনেক মহাবংশ্য দুষ্কর তস্কর বৃত্তিতেও প্রবৃত্ত হইতেছেন যদি কোন মহাত্মা পত্নীর আভরণ প্রার্থনায় তাচ্ছল্য করিয়া উপেক্ষা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিতান্ত দাম্পত্য সুখে বিমুখ হইতে হয় এবং সর্ব্বসুখ নিধান স্বামী স্বস্ব কামিনীদিগের প্রার্থনা পূরণে অসমর্থ হইলে ঐ অনিত্য ভোগাভিলাষিণী বিলাসিনীরা প্রার্থনাভঙ্গ দুঃখে দুঃখিনী ও আপনাকে হতভাগিনী জ্ঞান করিয়া চিরকাল অস্বস্থ চিত্তেই কালযাপন করিয়া থাকে যদি

ইহারা প্রতি মতাবলম্বিনী হইত তাহা হইলে অবশ্যই অনিত্য অলঙ্কারকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিত।

পতির সম্পূর্ণ প্রেম সঞ্চারই সীমন্তিনী দিগের প্রধান অলঙ্কার ঐ অমূল্য অতুল্য অলঙ্কারে যাহারা বঞ্চিত তাহাদিগের অন্য অলঙ্কার কি শোভাকর হইতে পারে যদি যোষাগণ স্ব২ পতির মতাবলম্বনেদিনযাপনকরিত তাহা হইলে যাহার দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ এমত অভিন্নমতি জীবনপতিকে কি সাংসারিক মিথ্যা কল্লোল কুজ্ঝটিকাতে নিক্ষেপ করিত যাহাতে তিনি ত্যক্ত না হন এমন ব্যবহারেই সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিত এক্ষণ কার কুলকামিনীদিগের পতিমতাবলম্বন না থাকায় সংসার যাত্রা এই রূপ চলিতেছে, অনেকেই ইহা বিশেষ অবগত আ ছেন কেহবা স্বকামিনী স্বমতাবলম্বিনী হইলে এই সকল উপা দেয় ও উৎকৃষ্ট ফল বিবেচনা করিয়া তাহাকে নিজ মতাবল ম্বিনী করিবার মানসে অতি মনোরঞ্জন ভূষণ ও বিচিত্র সূক্ষ্ম তন্তু নির্ম্মিত বসন প্রদান করিতেছেন কেহবা তদুদ্দেশে দিবা নিশ অন্তঃপুরে হাস্য পরিহাস কেলি কৌতুকাদিতে কালক্ষে পণ করেন কেহবা স্বকামিনীর আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী যখন যাহা প্রার্থনা করে অবিচারে তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন এবং কেহবা এই সকল ব্যাপারেও প্রেয়সীকে বশীভূত করি তে না পারায় স্ত্রীলোকের চরিত্র বুঝা যায় না বলিয়া, ঐ নি

দ্দোষি যোষাজাতিকে নিরর্থক নিন্দাবাদ প্রদানপূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মকে পরিণাম বিরস ও অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন। ইহা সামান্য নির্ব্বোধের কর্ম্ম নহে পঙ্গু ব্যক্তির নয়নে পদ্মমধু প্রদান করিলে কি তাহার গতিশক্তির উদ্রেক হয়, বিদ্যোপার্জ্জন করিলে কি দেশে দুর্ভিক্ষ জন্মে না।

উপানহ ধারণ করিলে কি বজ্রাঘাতে বিনষ্ট হয় না এমত নহে জগদীশ্বর সকল কার্য্যেরি এক এক কারণ বিধান করিয়াছেন, যে কার্য্যের যে কারণ তাহা সকল সঙ্কলিত হইলে অবশ্যই তৎ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে তাহার অন্যথা কি।

অতএব ইহারও এক কারণ জগদীশ্বর স্থাপন করিয়াছেন তাহা সম্যক্ রূপে গবেষণা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেপারে।

যেমন চক্ষুঃপীড়া শান্তিতে নয়নে পদ্মমধু প্রদান কারণ এবং নম্রতা ও সুজনতাদিতে বিদ্যোপার্জ্জন কারণ তাহার ন্যায় পরস্পরের ঐকমত্যে তাহাদিগের রীতি চরিত্রের সমতাই সাধন বলিতে হইবে যদি অস্মদ্দেশীয় ও এতৎকালীন দম্পতিদিগের পরস্পরের রীতি চরিত্র এক হইত তাহাহইলে তাহারা ঐকমত্যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করত এই সকল ফল ভোগে সমর্থ হইত কিন্তু ইহাদিগের রীতি চরিত্রের একতা না থাকায় ইহাদিগের অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আছে।

ইহাদিগের রীতি চরিত্রের একতা কি প্রকারে হইবে এতদ্দেশে যে কুনীতি কণ্টক বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাতে ক্রমশঃ স্ত্রী

জাতির রীতি চরিত্র অতি মন্দ হইয়াছে ইহাতে দেশের কুপ্রথাই অপরাদ্ধ বলিতে হয়, ইহা সকলে অবগত আছেন এতদ্দেশীয়েরা স্ত্রীজাতিকে অতি ঘৃণা ও অনাদর করিয়া থাকেন, পিতামাতা পুত্রের প্রতি যাদৃশ স্নেহ করেন কন্যার প্রতি তদ্রূপ করেন না, পুত্রদিগকে স্বস্ব সংগতিকে অতিক্রম করিয়াও অশন বসন ভূষণ প্রদত্ত হইয়া থাকে যথা যোগ্য কালেঐ প্রাণসম বংশধরকে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করেন বালকেরা বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বিশিষ্ট সন্তানগণের সহিত থাকায় সুনীতি সদ্ব্যবহার সুশীলতা প্রভৃতির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে কিন্তু দুর্ভগা কন্যাগণের প্রতি কেহই স্নেহ করেন না, পিতামাতা তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবেন কি অনাদরে উচ্ছিষ্ট ভোজনে সামান্য পরিচ্ছদে ও অতি ঘৃণিত কার্য্য সম্পাদনে নিয়ত নিযুক্ত রাখেন, কন্যারাও পিতামাতার যথা নিয়োগ তদনুসারে অতিশয় কদাচারে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া থাকে তাহাতে তাহাদিগের তৎকালে মনঃ প্রসাদ ও বুদ্ধি বৃত্তি চালনা কিছুই হয় না বিশেষতঃ ঐ বাল্যকাল তাহাদিগের কেবল বাল্যলীলাতেই যাপিত হয় সেই লীলাতে অনেক অসৎসঙ্গ ঘটে আমরা অনেকানেক ভদ্র পল্লীতে ইহা দেখিতে পাই ভূরি২ ভদ্র কন্যাসকল অভদ্র নীচ জাতির কন্যাগণের সহিত সর্ব্বদা পথে পথে ধূলিক্রীড়ায় আসক্তা থাকে ইহাতে তাহাদিগের সুনীতি বা সচ্চরিত্রতা কি

রূপে হইবে, নীচসঙ্গে নীচ ব্যবহার ও নীচ প্রবৃত্তি বৈ আর কি হয় সুতরাং শৈশবাবস্থার্তে তাহাদিগের সচ্চরিত্রতা জন্মেনা।

যদি ও কোন২ মহোদয়গণ আপন২ কন্যাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা শিল্প শিক্ষা এবং সুনীতি প্রদর্শনে দীক্ষিত করিতেছেন তাহাতে সেই সকল কন্যা রত্ন ও অসামান্য গুণে ভূষিত হইয়া বিনীত সদ্বিদ্য সদাচারী হইতেছে বটে কিন্তু এতদ্দেশে বিবাহ বিষয়ে যে কুনীতি কণ্টক বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাতে তাহারাও অনুরূপ ভর্ত্তৃ ভাগিনী হইতেছে না তবে তাহাদিগের ঐকমত্য কিরূপে হইতে পারে, কোন বিদ্যাবতী গুণবতী যুবতী কোন মূর্খ অনাচার দুর্বৃত্ত ব্যক্তির অদৃষ্টে পতিতা হইলে কি তাহাদিগের পরস্পর ঐক মত্যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, বিবাহ বিষয়ে যে কুপ্রথা অস্মদ্দেশে প্রথিত আছে তাহা স্মরণ করিলে কাহার না শরীর বিষাদে লোম কঞ্চুক গ্রহণ করে এবিষয়ে যাহার বিষাদ রসাস্বাদন না হয় তাহাকে আমি কাষ্ঠময় বা প্রস্তরময় বলিয়া ব্যাখ্যা করি।

এতদ্দেশে বল্লাল সেন নিজাধিকারকালে প্রায় ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিমধ্যে এক অভিনব কুল প্রথা প্রচার করিয়া কএক ব্যক্তিকে স্বস্ব জাতির কৌলীন্য প্রদান করেন এবং ঐ কুলীনকে কন্যা প্রদান করিলে জনপদে অসামান্য মান্য হইবার প্রথা প্রকাশ করেন, ভারতরাজ্যে অদ্যাপি তৎ প্রথানুসারে

চলায় এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে এতদ্দেশীয়েরা কুলগন্ধে অন্ধ হইয়া কি সাহসিক ব্যাপার না করিয়া থাকেন পাত্র সুশীল বা দুর্বৃত্ত ইহার পরীক্ষা দূরে থাকুক মুমূর্ষু চিররোগী এবং অন্ধ হইলে তাহাও তাঁহাদিগের বিবেচনা বিষয় হয় না বল্লাল দত্ত কৌলীন্যশালী পাইলেই তৎসহ কন্যার বিবাহ নির্ব্বাহ করেন এবং আয়তির হিতাহিত বিবেচনা বিহীন হইয়া শত সীমন্তিনী পতিকে ও প্রাণসম দুহিতা প্রদানে বিলম্ব করেন না, হা বিধাতঃ, এ কি, বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণ পোষণ ও তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয় ইহা যাহাদিগের কর্ণ কুহরেও কদাচ প্রবিষ্ট হয় নাই কুলপ্রথার এমত মাহাত্ম্য যে তাহাদিগকেও কন্যাপ্রদান করিয়া জাতিনৈরপেক্ষায় কুলরক্ষায় দীক্ষিত হইতছে, কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরদত্ত জাতিমর্য্যাদা অপেক্ষা এক্ষণে কি বল্লালদত্ত কুলমর্য্যাদাই প্রধান হইল।

ইহা একবার কেহই বিবেচনা করেন না প্রায় সকলি ঐ কুল ক্রিয়াতে উদ্যত থাকেন, কুলীন সমভিব্যাহারে কুলকর্ম্ম করাও সুকর নহে, কুলীন মহারথিরা ধর্ম্ম প্রতি নেত্রপাত করেন না তাঁহাদিগের অর্থই পরমার্থ সুতরাং তাঁহারা বহুধন না পাইলে বিবাহে সম্মত হন না, যাহাদিগের তাদৃশ সংগতি নাই তাহাদিগের কন্যা প্রায় অনূঢ়াবস্থাতেই যৌবন যাপন করিয়া থাকে কেহবা সমযোগ্য কুলীন পাত্র না পাইয়া এই দশা গ্রস্থ হইতেছে।

সেন মহাশয় কুলীনদিগের কন্যা উৎকৃষ্ট বা তুল্যব্যক্তিতে প্রতিপাদিত করিতে বিধি দিয়াছেন কিন্তু এক্ষণে তাহা অধিক ব্যয় সাধ্য, ব্যয় পরাঙ্মুখ হইয়া সেই প্রথার অন্যথা করিলে এককালে কৌলীন্যের লোপাপত্তি হয় সুতরাং কুল কর্ম্মের ব্যয় পর্য্যালোচনায় প্রকৃত কন্যাকালে কন্যাদিগের বিবাহ হয় না অশীতিপর মুমূর্ষু ও বিবাহবাণিজিক কুলীন মহারথিরা ঐ সকল কন্যাকে সময়ানুসারে বিবাহ করিয়া থাকেন ইহাতে তাঁহাদিগের পরস্পর রীতি চরিত্রের একতা বা একমত্যে সংসার যাত্রা সমাধা কদাচ ঘটনা।

ব্রাহ্মণ জাতি যাবতীয় জাতির প্রধান ও অতিশয় মান নীয়, ইহাঁদিগের মধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগেরি বল্লালি প্রথার এইরূপ আঁটাআঁটী দেখা যায়, বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের জাতি বিষয়ে সেনজ হস্তার্পণ করেন নাই বটে তথাপি তাঁহাদিগেরও কালবশে অতি ভয়ানক কুপ্রথা ঘটিয়াছে, পূর্ব্বকালে তাহা দিগের বাগ্দান পদ্ধতি ছিল কিন্তু এমত ব্যবহার ছিল না এক্ষণে কন্যা জন্মের পূর্ব্বেই পাত্র স্থির করিতে হয় কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধনার্থ পিতা মাতার সাতিশয় ব্যাগ্রতা উপস্থিত হয় তাহাতে পাত্রের গুণাগুণ বিবেচনা সুদূর পরাহত, পাত্র পাইলেই কন্যা কর্ত্তারা কৃতার্থ বোধ করেন, এক মাস মধ্যে পাত্রের স্থিরতা না হইলে জনপদে অপবাদাঙ্কুরের সঞ্চার হইয়া থাকে ইহাও অতি মন্দ

প্রথা বলিতে হইবে, বিবাহের যথা যোগ্য সময় মন্বাদিগ্রন্থে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত আছে অর্থাৎ ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক পাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে ও চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পাত্র অষ্ট বর্ষ বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিবেক ইহার বৈপরীত্যে ধর্ম্ম হানি হয়। * মন্বাদি গ্রন্থে এইতো বিবাহের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তবে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে কন্যাপুত্রের তুল্যবয়সে বিবাহ দিয়া থাকেন। নিতান্ত সমবয়স্ক পুত্র কন্যার বিবাহ কি কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে।

অতএব যে আচার শাস্ত্রও যুক্তির বিরুদ্ধ তাহাতে কদাচ সদাচার বলা যায় না সুতরাং বৈদিক মহাশয়েরা শাস্ত্র ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া এই কুব্যবহার মার্গের পান্থ হইয়াছেন তাঁহাদিগের কন্যারা সমবয়স্ বা এক দিবসের অধিক বয়স্ক বরকে বরণ করিতেছে ইহাতে তাহারা অনুরূপ ভর্তৃভাগিনী না হওয়াতে স্বামিমতাবলম্বিনী হইয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পায় না।

কি আশ্চর্য্য এই কুনীতির প্রতি কেহই নেত্রপাত করেন না, এই সকল বিবাহের কুপ্রথাতেই এতদ্দেশ এককালে উৎসন্ন হইয়া গেল অতএব যাহাতে এই কুনীতি কণ্টকের সমূলোন্মূলন হয় এমত চেষ্টা করা উচিত, করিলেই বা কিরূপ দেশের

প্রমাণং * ত্রিংশদ্বর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং। ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ। মনুঃ

মঙ্গলোদয় হয় তাহাও একবার দৃষ্টিগোচর করা বিধেয়, আমি পতিব্রতোপাখ্যানে প্রসঙ্গক্রমে রাঢ়ীয় ও বৈদিক ব্রাহ্মণ দিগের বৈবাহিক প্রথায় দোষোদ্ঘোষণ করিলাম বোধ হয় কোনং মহাশয় ইহাতে আমাকে নিতান্ত নিন্দক বলি বেন কিন্তু আমি নিন্দক নহি এতদ্দেশের বিবাহ বিষয়ক যথার্থ অবস্থাই বর্ণন করিলাম স্বরূপ কথনে যদি নিন্দা বোধ করেন তাহাইহলে সূর্য্যোদয়ে তমো বিনষ্ট হয়, ঔষধ সেবনে ব্যাধিহইতে মুক্তি পায় গোহত্যা করিলে পাতক হইয়া থাকে এ সকল কথাও নিন্দাবাদ বলিয়া স্বীকার করুন, ফলতঃ তাঁহারা পক্ষপাত শূন্য হইয়া একবার দেখুন এতদ্দেশে কি কুপ্রথা প্রথিত হইয়াছে।

এইরূপ এতদ্দেশীয় অন্যান্য জাতিরাও পাণি পীড় নের কুপ্রথায় পীড়িত আছেন কেহবা কন্যার কন্যাকাল উপস্থিত হইলে এক ঘটককে আহ্বান করিয়া কহেন আপনি কর্ত্তা, যে পাত্র আপনার প্রীতি পাত্র, তাহাকে আনয়ন করুন আমি কন্যা প্রদান করিব ঐ অর্থলোভি ঘটক কন্যাকর্ত্তার এই বাক্যে কক্ষবাদন পূর্ব্বক দেশে দেশে পাত্রান্বেষণ করে তাহা তে পাত্রের অন্বেষণ কি হয় ধনেরি অন্বেষণ, যেস্থানে তাহারা ঘটকালি বিদায়ের বাহুল্য দেখে সেই পাত্রই স্থির করিয়া কন্যাকর্ত্তার নিকট বিবিধ বাগাড়ম্বর করে তাহাতে ঐ অস মীক্ষ্যকারি কন্যাকর্ত্তা কিছুই বিবেচনা করেন না কেবল ঐ

অবিশ্বস্ত দুষ্ট ঘটকের কপট বাক্য নির্ভর করিয়া সেই প্রাণ সমা কন্যাকে পঙ্গু অন্ধ দুঃশীল দুরাচার মূর্খ ব্যক্তির করে বিসর্জ্জন করেন, কেহবা কন্যারপ্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং পাত্রানেষণে দেশে২ ভ্রমণ করেন কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় পাত্রপরীক্ষায় তাহার রীতিচরিত্রাদির কিছুই উদ্ভাবন হয় না কেবল কৌলীন্য মর্য্যাদা ও শরীর সৌন্দর্য্য ইহাই প্রধান পরীক্ষার উপযোগি হইয়াছে এবং কন্যারা উত্তর কালে গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে ক্লেশ পাইবে কি না কদাচিৎ ইহাও পরী ক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন পাত্র দুঃশীল দুর্বৃত্ত দুর্বোধ কি সুশীল সদ্বৃত্ত সুবোধ ইহা কেহই পরীক্ষা করেন না এবং তাহাতে কন্যাকে উত্তরকাল পতিগৃহে নানা ক্লেশকদম্বে কালহরণ করিতে দেখিলে কহেন বিধি নির্ব্বন্ধ, আমারদিগের যোগ্যতা কি যে উত্তম পাত্রে কন্যা দিব, বিধাতা যাহার ললাট পট্টে যে ব্যক্তির সহিত বিবাহ লিখিয়াছেন তাহার তাহাই হয়, কন্যার অদৃষ্টে এই দুঃশীল পাত্র ছিল তৎকালে অন্য চেষ্টা করিলে কি অন্য পাত্র ঘটিত, কিন্তু এ সকল কাপুরুষ ও অলস ব্যক্তিদের বক্তব্য যেহেতু নীতি শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে * যেমন কেবল চক্র থাকিলেই রথের গতি হয় না অশ্ব

---

* যথাহ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ। তথা পুরুষ কারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি। প্রাচীন প্রবাদঃ।

সারথি প্রভৃতি সকল কারণ সঙ্কলন হইলেই রথের গতি হয় তাহার ন্যায় পুরুষের সম্যক্ চেষ্টা ব্যতীত প্রাণিদিগের অদৃষ্ট অভীষ্ট প্রদ হয় না ইহা ইহাঁরা কেহই বিবেচনা করেন না সুতরাং স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অপ্রগল্ভা বিশেষতঃ অতি শৈশবাবস্থাতেই তাঁহাদিগের বিবাহ প্রথা আছে সুতরাং বিবাহ কালে তাহাদিগের কিছুই হিতাহিত বিবেচনা হয় না, পিতা মাতা অজগর ভিক্ষার ন্যায় যে পাত্র আনিয়া উপস্থিত করেন তাহারা তাহাকেই পাণিপ্রদান করিয়া উত্তরকাল ক্লেশে যাপন করিয়া থাকে যেহেতু এতাদৃশ বিবাহ প্রথায় প্রায় কন্যারা অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হয় না, দৃষ্ট হইতেছে কোথায় কোন গুণবতী বিদ্যাবতী যুবতী দুষ্কর্ম্মশীল দুঃশীল গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিতে ঘটিতেছে কোথায় বা অতি ঔদার্য্যবান্ বিদ্যাবান মহাত্মা ব্যক্তি বিদ্যাহীনা হীনচরিত্রা কলহ প্রিয়া মহিলার পাণি গ্রহণ করিতেছেন ইহাতে ইহাদিগের ঐকমত্য কি রূপে ঘটিতে পারে।

যদি এদেশে এতাদৃশ সৎপ্রথা থাকিত যে কন্যাপাত্রের বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মিলে তাহাদিগের বিবাহের নামোল্লেখও হইত না এবং তাহাদিগের পরস্পরের মত ব্যতিরেকে বিবাহ নির্ব্বাহ হইত না ইহা হইলে কি ভারতরাজ্য এতাদৃশ দুরবস্থা গ্রস্ত হইত, পুরাকালে এক স্বয়ম্বর প্রথা ছিল তাহা সৎ প্রথা বলিতে হইবে তৎপ্রথানুসারে পূর্ব্বকালীন কন্যকারা

পাত্রের বিদ্যা বুদ্ধি রীতি চরিত্র প্রভৃতি সকল গুণ স্বয়ং সমক্ষে পরীক্ষা করিয়া মনোগত হইলে বরমাল্য প্রদান করিতেন ইহাতেই তাঁহারা অনুরূপ ভর্ত্তৃ ভাগিনী হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিয়াছিলেন আমি নানা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, উদধিকন্যা লক্ষ্মী করে পারিজাত মালা গ্রহণ পূর্ব্বক সুরাসুর সমাজে স্বয়ং উপস্থিতা হইয়া সর্ব্ব জন সমক্ষে পুরুষোত্তমকে মনোনীত করিয়াছেন বিদর্ভরাজনন্দিনী গুণবতী ইন্দুমতী স্বয়ম্বর সমাজে সকল ভূপতিকে ক্রমে অতিক্রম করিয়া সূর্য্যবংশীয় অজ রাজাকে বরমাল্য দিয়াছেন।

ভীমভূপতির নন্দিনী দময়ন্তী নলের গুণ দামে আকৃষ্টা হইয়া স্বয়ং সভা মধ্যে তাঁহার অঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, মদ্র দেশাধিপতির পুত্রী সাবিত্রী নানা স্থানে আপন মনোহর বর অন্বেষণ পূর্ব্বক শাল্বদেশাধিপতির পুত্র সত্যবানকে মনে২ বরণ করিয়াছেন, রুক্মরাজদুহিতা রুক্মিণী নিজ বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক আনীত শিশুপাল নামক ভূপালকে উপেক্ষা করিয়া এক ব্রাহ্মণ দ্বারা দ্বারকাপতিকে বিবাহ সভায় আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কন্যারা স্বস্ব পতিকে মনোনীত করিয়া বরণ করিতেন কিন্তু এক্ষণে সে সুপ্রথা নাই সে সুদিন নাই সে মহামহিম ব্যক্তিরাও নাই কেবল ভারত রাজ্যের দুঃখ দুর্দ্দিনই প্রবল হইয়াছে।

যদি বিবাহ বিষয়ে সুপ্রথা থাকিত তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের রীতি চরিত্র পরীক্ষা করিয়া বিবাহ করিত তাহা তেই তাহাদিগের মত ও অভিন্ন হইত, স্ত্রীগণ পতিমতাবলম্ব নে দেহযাত্রা সমাধা করিয়া মানব জন্মের সার্থক্য বিধান করিত, কিন্তু বিবাহ বিধির বিশৃংখলতায় সে সকল অভীষ্ট ফলাস্বা দনে সকলি বঞ্চিত আছেন।

এক্ষণকার অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি মহাত্মারা এইরূপ বিবাহ প্রথার উক্ত সকল দোষ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া তদ্বি ধির পরিবর্ত্তনে যত্ন করুন, বল্লাল দত্ত কুল মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দেউন, বৈদিক দিগের গর্ত্ত সম্বন্ধের প্রথা বিসর্জ্জন করুন, অবি শ্বস্ত ঘটক জাতির মুখাবলোকনে বিরত হউন এবং কন্যা পুত্রের রীতি চরিত্র পরীক্ষা করিয়া যথা যোগ্য কালে বিবাহ প্রদানে সচেষ্ট হউন ইহা হইলেই কামিনীরা স্বস্ব স্বামির মতা বলম্বিনী হইবেক এবং কন্যা পুত্রের সুনীতি সচ্চরিত্রতা হই বার নিমিত্ত বিদ্যাভ্যাস শিল্প শিক্ষা সদ্ব্যবহারে দীক্ষা করাউন।

এই বসুন্ধরা মধ্যে প্রায় যাবতীয় ভদ্র ব্যক্তি এক্ষণে স্বস্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছেন, পুত্রেরাও বিবিধ বিদ্যামন্দিরে সৎসঙ্গে সদালাপনে সময় যাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব প্রকৃতি হইতেছে কিন্তু এতদ্দেশীয়া অভাগা যোষাজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহারা কন্যা সন্তানকে অনাস্থা

করিয়া যে বিদ্যা শিক্ষা করান না এমত নহে অস্মদ্দেশীয়েরা অতি ধনলোভি, ইহাঁরা কহেন কন্যারা কি ধনোপার্জ্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান আবশ্যক কিন্তু আমি এই ধনদাস দেশীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি ধনই কি কেবল তাঁহাদিগের সংসার যাত্রার উদ্দেশ্য, বিদ্যাভ্যাস করিলে বোধ বিধুর উদয় হয়, তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায় এবং সচ্চরিত্রতারূপ চন্দ্রিকার প্রচার অন্তঃকরণ কৈরব প্রফুল্ল, সুখসাগর বর্দ্ধমান, সৎপথে দৃষ্টিপাত, সাহসিকব্যাপারের সঙ্কোচ হয়, বিদ্যার এইসকল ফল কি তাঁহারা দেখিতে পান্না অতএব বিদ্যারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তি যুক্ত নহে। স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা শিক্ষা না করাইলে অনেকানেক দুষ্ট দোষ আছে তাহার মধ্যে এই এক প্রধান দোষ কহি।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অতি বুদ্ধিমতী বোধ করি ইহা অনেকে প্রত্যক্ষানুভূত করিয়া থাকিবেন এবং শাস্ত্রকারেরাও পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি চতুর্গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন অতএব এতাদৃশ বুদ্ধিমতীগণকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত না করিলে তাহাদিগের ঐ অসামান্য বুদ্ধি দুশ্চরিত্রতারই সাহায্য করে, ইহা অসঙ্গতবাক্য নহে, উর্ব্বরা ভূমিতে বীজবপন না করিলে তথায় অত্যন্ত কণ্টকাদি জন্মে ইহা কাহার অবিদিত আছে ফলতঃ অতিবুদ্ধিমতী স্ত্রীজাতিকে বিদ্যানিগড়ে বন্ধন না করিলে তাহারা

অজ্ঞান তিমিরে নিয়ত আবৃতা হইয়া অসদ্বিষয়ক কল্পনা সকল উদ্ভাবিত করে অতএব মাতাপিতার কর্ত্তব্য যে বালিকা গণকে বিদ্যাভ্যাস করান এবং সৎকথায় সচ্চর্চায় সৎসঙ্গে সদালাপে নিযুক্ত রাখেন আর উত্তরকালে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া সেস্থানে যেরূপ চলা উচিত অর্থাৎ শ্বশুরাদি গুরুজনের শুশ্রূষা, সপত্নীতে প্রিয়সখীর ব্যবহার, ভর্ত্তা কোন বিষয়ে ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাঁহার প্রতিকূলাচার না করা অন্যান্য পরিজনে দাক্ষিণ্য প্রকাশ, আপনার ভোগ বিষয়ে তাচ্ছল্য, ব্যয় বিষয়ে কার্পণ্য, দেহ নৈরপেক্ষে যশঃ প্রয়াস এবং যাহাতে যেস্থানে গৃহিণী পদপ্রাপ্তি হয় এমত ব্যবহার, এই সকল বিষয়ে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা প্রদান করেন পরে যথাযোগ্য পাত্রে যথাযোগ্য কালে স্বস্ব কন্যার বিবাহ দেন স্বামিরাও স্বস্ব সহধর্ম্মিণীকে গৃহে আনয়ন করিয়া তৎপ্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্মে নিযুক্ত হন তাহাহইলেই কামিনীরা পতিমতাবলম্বিনী হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক অনন্ত ফল লাভ করিতে পারেন।

নারীরা পতি মতাবলম্বিনী হইয়া ব্যভিচারাদি দোষকে দূরীভূত করতঃ উত্তম পাতিব্রত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম তদ্ধর্ম্ম রক্ষা হইলে তাঁহারদিগের সকলি রক্ষিত হয় পুরুষদিগের নানা ধর্ম্মের উপদেশ

আছে কিন্তু স্ত্রীজাতির পাতিব্রত্যধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম উপদিষ্ট নহে তাঁহারা তদ্ধর্ম্মাবলম্বনে থাকিলেই ইহলোকে অনন্ত কীর্ত্তি ও পরলোকে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা বিধান করিতে পারেন।

যেমন শারীরিক সৌন্দর্য্য থাকিলেও বিদ্যা বিনিমুখে মানবের গৌরব বৃদ্ধি হয় না তাদৃশ অন্যগুণ সন্নিধানে থাকিলেও পাতিব্রত্য ব্যতীত স্ত্রীলোকের শোভা হয় না অতএব কথিত আছে * যে কামিনী পতিব্রতা তাহাকেই কামিনী কহা যায় নতুবা কেবল যৎকিঞ্চিৎ শরীর সৌন্দর্য্য থাকিলেই কামিনীরা কামিনী পদ প্রতিপাদ্য হয়েন না।

যে স্ত্রী ব্রতের ন্যায় সর্ব্বদা নিজ পতির উপাসনা করেন শাস্ত্রে তাঁহাকেই পতিব্রতা কহে, সতী সাধ্বী সুচরিত্রা ও একপত্নী এই কএক শব্দ পতিব্রতার পরিচায়ক মাত্র।

পতিব্রতা দ্বিপ্রকার সাত্ত্বিক পতিব্রতা ও রাজসিক পতিব্রতা, ইহার মধ্যে রাজসিক পতিব্রতাকে ভাক্ত পতিব্রতা বলা যায়, ভাক্ত পতিব্রতার লক্ষণাদি পরে বিস্তৃত হইবেক এক্ষণে সাত্ত্বিক পতিব্রতার সোদাহরণ লক্ষণাদি সংকলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রমাণং * যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী। মহাজন প্রবাদঃ

তল্লক্ষণং যথা। আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥ হারীত সংহিতা।

পতির পীড়ায় যাঁহার পীড়া, পতির আহ্লাদে যাঁহার আহ্লাদ, পতির প্রবাসে যাঁহার ম্লানিমা ও কৃশতা এবং পতির মরণে যাঁহার অনুমরণ, তাঁহাকেই পতিব্রতা কহা যায় সাত্ত্বিক পতিব্রতার এই লক্ষণ।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত ও বরাহ পুরাণে পতিব্রতার ধর্ম্ম বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে এই গ্রন্থের উপযোগিতাপ্রযুক্ত তাহার সারাংশ অনুবাদিত হইল, যথা, পতিব্রতা পত্নী প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিহার করিয়া প্রথমতঃ পতিকে প্রণাম ও মৃদু মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করিবেন পরে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং স্নান ও ধৌতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পতিকে স্নান ও সুখাসনে সমাসীন করাইয়া শ্বেতচন্দন সুগন্ধি কুসুম সুশীতল জলাদিদ্বারা (নমঃ শান্তায় কান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ) এই পৌরাণিক মন্ত্রে তাঁহার সপর্য্যা সম্পাদন করিবেন অনন্তর সংগত্যনুসারে যথাযোগ্য কালে যথোপযুক্ত ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক তদ্দারা তাঁহাকে সুস্নিগ্ধ করিয়া পরিশেষে তচ্চরণোদক পানাবসানে তদাজ্ঞানুসারে ভক্তিভাবে তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট কিঞ্চিৎ ভক্তিভাবে ভক্ষণ করিবেন পরে পতির পদ সেবায় রতা থাকিবেন, পতি নিদ্রিত হইলে নিদ্রিতা হইবেন,

পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া জাগরিত করিবেন না, পতির চিত্তানুবর্ত্তিনী হইয়া চিরকাল দেহযাত্রানির্ব্বাহ করা পতিব্রতার কর্ত্তব্য, পতির আজ্ঞাবিনিম্মুখে কিছুই কর্ত্তব্য নহে, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদি করণে স্বাতন্ত্র্যে পতিব্রতার অধিকার নাই, কেবল পতিই সর্ব্বদা উপাস্য, পতি ব্যতীত গতি নাই, পতিই পরম বন্ধু ও রক্ষাকর্ত্তা, নিজপতি নয়ন পথে পতিত হইলে সহাস্য বদনে সদালাপনে প্রবৃত্ত হওয়া সতীর কর্ম্ম, পতি পতিব্রতাদিগের পুত্রাপেক্ষা শতগুণে স্নেহপাত্র হন এবং পতিই সকল পুরুষাপেক্ষা সৌম্যদর্শন ও মনোরঞ্জন পরাৎপর পরব্রহ্মরূপে হৃদয়ে নিয়ত জাগরূক থাকিয়া ইতর পুরুষকে তৃণ তুল্য বোধ করান, পতিব্রতাদিগের ক্ষণকালও পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করা বৈধ নহে, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা পতির নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধেয়।

পতিব্রতা মাহাত্ম্যং।

স্ত্রীজাতিরা এইরূপ পাতিব্রত্যধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলে যে কি অনির্ব্বচনীয় ফলপ্রাপ্ত হয় তাহা ভারত পুরাণাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেই বিশেষ প্রতিপন্ন হইতে পারে তন্নিমিত্ত ভারত হইতে সত্যশীলার চরিত অনুবাদিত হইল।

পুরাকালে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি নিয়ত পিতৃমাতৃ শুশ্রূষাতেই নিরত থাকিতেন, তাঁহার পিতামাতা

উভয়েই অন্ধ ও বৃদ্ধ, কৌশিক অনন্য কর্ম্মা হইয়া তাঁহাদিগের সেবা করিতেন ঐ অন্ধ অন্ধার আর কোন উপায় ছিল না, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কারণ সেই পুত্র মাত্র।একদা কৌশিক আপন মাতাপিতার নিমিত্ত বন হইতে ফল মূলাদি আনয়ন করিতেছিলেন পথিমধ্যে এক বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলে, সেই বৃক্ষারূঢ় এক বলাকা কৌশিকের মস্তকে পুরীষপরিত্যাগ করিল তাহাতে কৌশিক কোপে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করাতে তৎক্ষণাৎ বলাকা ভস্মসাৎ হইল। কৌশিকের অন্যকোন তপঃ প্রভাব ছিল না কিন্তু মাতাপিতার সেবাতেই তাদৃশ ক্ষমতা হইল। তিনি নিজ কোপানলে বলাকাভস্ম হইল দেখিয়া সাহঙ্কারমনে বিবেচনা করিলেন আমি সামান্য ব্যক্তি নহি আমার রোষাবেশে বলাকা ভস্মসাৎ হইল তবে সিদ্ধ প্রায় হইয়াছি আর কিঞ্চিৎ তপস্যা করিলে অবশ্যই দেবতা বশ্য হইবেন সন্দেহ নাই, আর মাতাপিতার সেবায় আবশ্যকতা কি, তিনি এতাদৃশ কুমন্ত্রণা পাশে অন্তরাত্মাকে সংযত করিয়া তপশ্চরণার্থ পুনর্ব্বনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমশঃ পথিমধ্যে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে কৌশিক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ভিক্ষার্থ এক ব্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন গৃহস্বামী গৃহে ছিলেন না কিন্তু ঐ গৃহস্বামিনী পতিব্রতা সত্যশীলা নাম্নী ব্রাহ্মণী দেখিলেন অতি বুভুক্ষু এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান

ও কুশাসন প্রদান করিয়া ভিক্ষা প্রদানার্থ ভিক্ষা পাত্র মার্জ্জনে শীঘ্র প্রবৃত্তা হইলেন এমন্ সময়ে সত্যশীলার পতি গৃহে আসি লেন, সত্যশীলা নিজপতিকে অতি পথশ্রান্ত ও আতপ ক্লান্ত দর্শন পূর্ব্বক্ তৎক্ষণে ভিক্ষা প্রদানে নিবৃত্তা হইয়া তাঁহারি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন প্রথমতঃ পাদ্যার্ঘ্যে পূজা করিলেন পরে সুশীতল সলিলে স্নান করাইয়া পূর্ব্ব প্রস্তুত ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন শেষে আচমনীয় তাম্বূলাদি প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং তাল বৃন্তে ব্যজন ও স্বকরে চরণামর্ষণ করাতে গৃহপতি কহি লেন, সত্যশীলে, আমি সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম এক্ষণ সুস্থ হইয়াছি এক্ষণে তুমি অন্য কর্ম্মে গমন কর, সত্যশীলা পতির আজ্ঞা পাইয়া সেই পূর্ব্ব মার্জ্জিত ভিক্ষাপাত্রে ভৈক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক কৌশিকের সমক্ষে উপস্থিতা হইলেন কৌশিক আতিথ্যে আহূতহইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে পাপপর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ক্রোধ ভরে তৎকাল পর্য্যন্ত ভিক্ষার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন, সত্যশীলাকে দর্শন মাত্র তপ্তাঙ্গারের ন্যায় কোপোপরক্ত হই য়া কহিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ, আমি এমন্ কর্ম্ম চাণ্ডাল গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছি একালপর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিতে হইল, সত্যশীলা অতিথি ব্রাহ্মণকে সাতিশয় রুষ্ট দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন প্রভো ক্ষমা করুন আমার অপরাধ নাই আমার পতি অতি শ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিলেন তাঁহার শুশ্রূষার্থ গমন করাতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, কৌশিক ইহা

শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন অয়ে পাপীয়সি, অতিথি ব্রাহ্মণকে অবধারণা করিয়া ভর্ত্তার অনুবৃত্তি কি শ্রেয়স্করী, তুই নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক, জানিস্ আমি কৌশিক শর্ম্মা, ইহা কহিয়া শাঁপ প্রদানে উদ্যত হইলে সত্যশীলা সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিলেন আমি পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা প্রদান করি নাই ইহাতেই কি কৌশিক শর্ম্মা রুষ্ট হইয়াছেন একি, আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের কদাচ কোপ প্রকাশ করা বিধেয় নহে, কথঞ্চিৎ উপস্থিত হইলেও সহসা তাহার প্রতিবিধিৎসা কর্ত্তব্য, ক্রোধাদি রিপুষট্ক সর্ব্বদাই প্রাণিদিগের জেতব্য কিন্তু কি আশ্চর্য্য অধম প্রকৃতি অসমীক্ষ্য কারি স্বল্পবুদ্ধি মানবেরা সেই ক্রোধাদি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, অহে অতিথি ব্রাহ্মণ, তোমার কোপ বলাকার প্রতিই ফলপ্রদ হয়, আমি সত্যশীলা পতিব্রতা, আমারপ্রতি ক্রোধ করিলে কিছুই হইবেক না, শলভের আক্রোশে বাড়বানলের কি হইতে পারে অতএব এস্থলে কোপ সম্বরণ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর, কৌশিক সত্যশীলার মুখে নির্জ্জন বিজনস্থ বলাকা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন আপনি কে, কিপ্রকার তপস্যাতে এতাদৃশ ক্ষমতাপ্রাপ্তা হইয়াছেন যে অনায়াসে অনন্যজ্ঞাত বলাকাবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন, আমি সামান্য জ্ঞানে অপরাধ করিয়াছি। সত্যশীলা কহিলেন আমি কোন তপস্যা করি নাই, কোন যোগাভ্যাস করি নাই, দেবার্চ্চন দান ব্রতাদি

কিছুই করি নাই কেবল আমার পতি শুশ্রূষাই তপস্যা, পতি ভক্তিই যোগাভ্যাস, পতি পূজাই দেবার্চ্চন, পতির অনুবৃত্তিই ব্রত, তাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল বস্তু আমার প্রত্যক্ষায়মাণ হইতেছে পতি চরণ প্রসাদে আমার শুক, নারদাদির ন্যায় যুক্তযোগিতা জন্মিয়াছে, কোন বিষয়ই আমার পরোক্ষ নহে,কৌশিক সত্যশীলার এইসমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন পতিব্রতে আমি অপরাধ করিয়াছি মার্জ্জনা কর তুমি সর্ব্বজ্ঞা আমি অতি মূঢ় অতএব কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। সত্যশীলা কহিলেন আমি পতিসেবা ব্রতে দিবানিশি দীক্ষিতা আছি আমার অবসর নাই যদি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হও মিথিলা নগরে ধর্ম্ম ব্যাধ নামক এক পরম জ্ঞানী ব্যাধ আছেন তন্নিকটে গিয়া ধর্ম্মে উপদিষ্ট হও। কৌশিক সত্যশীলার কথানুসারে মিথিলায় গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধের নিকট যোগাভ্যাস করিয়া পরম জ্ঞান বান হইলেন পরে পুনর্ব্বার কিছু কাল মাতা পিতার সেবা করিয়া চরমে কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

অতএব পতিব্রতারা নিজ২ পাতিব্রত্যফলে কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ নাকরিতে পারেন,ত্রিবর্গ সম্পত্তি তাঁহাদিগের, আনুষঙ্গিক ফল, যাম্যযাতনাও কদাচ সহ্য করিতে হয় না। তত্র প্রমাণং সা তু মৃত্যু মুখদ্বারং ন গচ্ছেৎ ব্রহ্ম সম্ভবেতি বরাহ পুরাণং।

এবং যম স্বয়ং কহিয়াছেন পতিব্রতাদিগের নিকটে আমি নিয়ত কৃতাঞ্জলি থাকি যথা,, পতিব্রতা তু যা সাধ্বী তস্যা শ্চাহং কৃতাঞ্জলি রিতি চ বরাহ পুরাণং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে পতিব্রতাদিগের দুষ্কৃতের ভোগ নাই, তাঁহারা পাতিব্রত্য ফলে সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে চিরকাল হরিমন্দিরে স্বস্ব স্বামি সঙ্গ সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, পৃথিবী মণ্ডলে যে সকল তীর্থ আছে তাহা সাধ্বীর চরণে বর্ত্তমান, সকল দেবতার ও মুনি গণের তেজঃ সতীতে থাকে, তপস্বিদিগের তপস্যায় যে ফল ব্রতিদিগের ব্রতে যে ফল, এবং দাতাদিগের দানে যে ফল সেই সকল ফলেতেই পতিব্রতার অধিকার আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সকল সুরগণ পতিব্রতা দিগের নিকট সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকেন আর এই জলধিবলয়িত বসুন্ধরা মণ্ডল সতীদিগের চরণ ধূলিতে পবিত্রা হন, জীবিরা সতী স্ত্রীকে প্রণাম করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, পতিব্রতার ক্রোধ প্রকাশ হইলে ত্রিভুবন ভস্মসাৎ হয়, সুতরাং মানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব দেবতাদি সকলি পতিব্রতাকে সাতিশয় শঙ্কা করেন পতিব্রতার বাক্য কদাচ অন্যথা হয় না তাঁহারা যাহাকে যে শাপ প্রদান করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সফল হয় যদি আকাশ দিক্ ও বায়ু একান্ত বিনষ্ট হয় তথাচ পতিব্রতার শাপ অন্যথা হয় না, অত্র প্রমাণং,,আকাশোহসৌ দিশঃ সর্ব্বা যদি নশ্যন্তি বায়বঃ।

তথাপি সাধ্বী শাপস্তু ন নশ্যতি কদাচনেত্যাদি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণং। পতিব্রতার শাপ কদাচ অন্যথা হয় না এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি,, পুরাকালে বেদবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণী ছিলেন, বেদ শিরা নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার স্বামী, ব্রাহ্মণ অতিকুরূপ, বিশেষত গলিত কুষ্ঠরোগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত, করচরণাঙ্গুলী ক্রমশঃ গলিত হইয়াছে, চরণ বিকল, চলন শক্তি রহিত। বেদবতী অতি পতিব্রতা, তাদৃশাবস্থ পতিকেও ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া নিয়ত শুশ্রূষা করিতেন, পতির আজ্ঞা কদাচ অবহেলন করিতেন না, পতি যে সকল বস্তুর প্রতি অভিলাষ করিতেন. তিনি শরীর নৈরপেক্ষায় তাহা সম্পাদনে যত্ন করিতেন। তিনি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন, এইরূপে কিছুকাল দিন যাপন করেন। একদা তদ্দেশে কৌমুদী মহোৎসবের আয়োজন হইল, নানা দেশীয় লোকেরা উৎসব দর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে তৌর্য্যত্রিকের আরম্ভ হইল, রাজাজ্ঞায় প্রজারা বিবিধ মনোহর উপহারে নগরের শোভা বর্দ্ধন করিল, পতিব্রতা আপন পতিকে উৎসব দর্শনে উৎসুক দেখিয়া স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক উৎসব সমাজে উপস্থিতা হইলেন, ব্রাহ্মণ নানা বিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার বিলোকনে মুগ্ধ হইলেন। পতিব্রতা তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নানা স্থান দর্শন করাইতে লাগিলেন এক রঙ্গস্থলে দেখিলেন এক অতি সুন্দরী বারাঙ্গনা সুদৃশ্য

বেশ বিন্যাস করিয়া নানাভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে তাহার শরীর লাবণ্য ও হাব ভাবাদি দর্শনে ব্রাহ্মণ সাতিশয় মদনোন্মত্ত হইয়া পতিব্রতাকে কহিলেন প্রেয়সি তুমি আমার যখন যে ইচ্ছা হয় তাহা পূরণ করিয়া থাক তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করি আমি ঐ নর্ত্তকীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য দর্শনে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছি অত এব যাহাতে ঐ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী একবার আমাকে অনুগ্রহ করে এমত সদুপায় কর এতদভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই।

পতিব্রতা পতির এই অপ্রতিবিধেয় ও অসম্ভবনীয় প্রার্থনায় অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন প্রাণবল্লভের এ কি অধ্যবসায় এই বারমহিলা অসামান্য রূপবতী, ইনি অতি কুৎসিত, কুষ্ঠরোগে শরীর সকল ক্ষত হইয়াছে, দুর্গন্ধে মক্ষিকা ব্যতীত আর অন্য জীব নিকটে আইসে না, কি রূপে ইহাঁর অভিলাষ পূর্ণ হইবে, বিশেষতঃ বেশ্যাজাতি ধনহার্য্যা, ভগবান আমাদিগকে নির্ধন করিয়াছেন, কি করি কিন্তু জীবদবস্থায় জীবিতেশ্বরের অভিলাষ পূর্ণ না করিতে পারিলে দেহধারণ করা অবৈধ, যেরূপে হউক চেষ্টা করিতে হইল, ইহা ভাবিয়া কহিলেন নাথ অদ্য ভবনে প্রত্যাগমন করুন আমি স্বীকার করিতেছি এক দিবস অবশ্যই এই বেশ্যা বেশ্মো লইয়া আসিব ইহা কহিয়া রঙ্গ দর্শি কোন বহুদর্শি ব্যক্তির নিকট হইতে সেই নর্ত্তকীর নাম ধামাদি জ্ঞাতা হইয়া স্বামিকে ভবনে আনিলেন, তদ

বধি স্বামির উত্তেজকতায় বারাঙ্গণা প্রাপ্তির চিন্তা করিতে লাগিলেন অনেক চিন্তায় স্থির হইল গোপন ভাবে বেশ্যার পরিচর্য্যা ব্যতীত আর উপায় নাই, তখন পতিব্রতা প্রতি নিয়ত নিশাবসানে ঐ বারাঙ্গণা ভবনে প্রবিষ্টা হইয়া গৃহমার্জ্জনাদি করিতে আরম্ভকরিলেন। বেশ্যা প্রভাতে উঠিয়া দেখিত গৃহমার্জ্জিত ও অন্যান্য প্রাতঃকরণীয় সকল সমাপিত হইয়াছে। বেশ্যা প্রত্যহ তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য ভাবিত। পতিব্রতা কিয়দ্দিবস এইরূপে রূপাজীবার পরিচর্য্যা করেন, একদা বারাঙ্গণা মনে করিল প্রতিদিন রাত্রিকালে প্রসুপ্তাবস্থায় কোন্ ব্যক্তি আসিয়া আমার গৃহকর্ম্ম সকল সম্পন্ন করে জাগরিত থাকিয়া দেখিতে হইবেক ইহা ভাবিয়া বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করিতে লাগিল পরে যথাকালে পতিব্রতা উপস্থিতা হইয়া গৃহ মার্জ্জনায় প্রবৃত্তা হইলে বেশ্যা দেখিল পতিব্রতা আসিয়া স্বয়ং গৃহ মার্জ্জন করেন তখন বেশ্যা বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া পতিব্রতাচরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিতে জিজ্ঞাসা করিল মাতঃ পতিব্রতে আপনি জগন্মান্যা ইন্দ্রাদি দেবতা আপনার নিকট আজ্ঞাকারী, আপনি মনে করিলে পঙ্গু ব্যক্তি ও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, আপনার চরণ ধূলিতে ধরা পরিপূতা হন, আমি বেশ্যাজাতি অপবিত্রা অস্পৃশ্যা অসম্ভাষ্যা, আমার গৃহে কি হেতু আপনি আসিয়া প্রতিরাত্রি দাসী বৃত্তিতে প্রবৃত্তা হন, পতিব্রতা কহিলেন কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করি

বারম্বানসে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি, বেশ্যা কহিল সে কি প্রকার, ইন্দ্রত্বাদি ও আপনার ভ্রূভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল, আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করেন এমত আমার কি আছে, অনুজ্ঞা করুন তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব। বেশ্যার এই কথাতে পতিব্রতা আপন পতির প্রার্থনা প্রকাশ করিলে বেশ্যা স্বীকার করিয়া কহিল মাতঃ পতিব্রতে আগামি যামিনী যোগে ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে লইয়া আগমন করিবেন আমি তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিব পতিব্রতা বেশ্যাকে এইরূপে বাক্‌বদ্ধ করিয়া নিজগৃহে আগমন পূর্ব্বক তৎসম্বাদে স্বামিকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে তাহার সঙ্কেত সময়ে কান্তকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গণার প্রাঙ্গণে উপস্থিতা হইলেন। বারাঙ্গণা স্বামি সহ পতিব্রতা আসিয়াছেন দেখিয়া অত্যাদরে আহ্বান ও আসন প্রদান করিল। ব্রাহ্মণের সাতিশয় পিপাসা উপস্থিত, তখন তিনি বেশ্যার নিকটে পানীয় প্রার্থনা করিলেন বেশ্যা মৃৎপাত্রে শীতল সলিল প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আকণ্ঠ সেই জলপান করিলেন পরে বেশ্যা আর এক স্বর্ণপাত্রে সেই সুশীতল জলপ্রদান করিয়া কহিল আপনি মৃণ্ময়পাত্রে জলপান করিয়াছেন এই স্বর্ণপাত্রে ও জলপান করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন সুন্দরি জলের স্বাভাবিক মিষ্টতাগুণ ও পিপাসা নিবারকতা শক্তি, পাত্র ভেদে তাহার গুণ ও শক্তির কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই আমি মৃৎপাত্রস্থ জলে তৃষ্ণানিবারণ করিয়াছি আর জলের প্রার্থনা নাই

বেশ্যা কহিল ঠাকুর তবে কি নিমিত্ত আপনি এই পতিব্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া অপবিত্র বেশ্যাবাসে অভিলাষ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন পতিব্রতে আমাকে এস্থান হইতে শীঘ্র লইয়া চল, এই বেশ্যা আমাকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছে পতিব্রতা তদাজ্ঞানুসারে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া প্রত্যাগমনে প্রবৃত্তা হইলেন। রজনী অতি গাঢ় তিমিরাচ্ছন্না, পথাপথ কিছুই লক্ষ্য হয় না, পতিব্রতা কেবল পতি ভক্তিকে সহচরী করিয়া আপন ভবনাভিমুখে আসিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে তদ্দেশের রাজা তস্কর ভ্রমে মাণ্ডব্য মুনিকে শূল প্রদান করিয়াছিলেন মুনি যোগ দ্বারা অত্যন্ত সংযম পূর্ব্বক অন্তরাত্মাকে পরম পদার্থে বিলীন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন শূলপ্রদানেও তাঁহার তপো ভঙ্গ বা প্রাণত্যাগ হয় নাই। তিনি পতিব্রতার গৃহাগমনের মধ্যপথে শূলারূঢ় হইয়া ও সুদৃঢ় তপস্যা করিতেছিলেন পতিব্রতা পতিকে স্কন্ধে করিয়া তৎপথ দ্বারা গমন করেন ইতি মধ্যে পতিব্রতার পতির মস্তকদেশ ঐ মাণ্ডব্য মুনির শরীরে স্পৃষ্ট হইল। মহাপাতকি স্পর্শে তৎক্ষণাৎ মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল তখন তিনি সাতিশয় রোষাবেশে শাপ প্রদান করিলেন যে ব্যক্তির স্পর্শে আমার তপস্যা ভঙ্গ হইল রাত্রিপ্রভাতে তাহার মৃত্যু হইবেক। মুনিপতিব্রতা পতিকে নিরপরাধে এতাদৃশ শাপ প্রদান করিলে পতিব্রতা অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক

কহিলেন হা বিধাতঃ আমাকে বিধবা হইতে হইবে আমি যদি পতিব্রতা হই পতির চরণে যদি আমার রতিমতি থাকে তবে এই রাত্রি যেন প্রভাতা হয় না এইরূপ শাপ প্রদান পূর্ব্বক পতিকে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহার শাপে শতবর্ষ পরিমিত সময় যামিনী ময় হইয়া রহিল প্রাণিমাত্রই হাহাকার করিতে লাগিল। তস্কর বৃত্তির প্রাচুর্য্য প্রকাশ পাওযাতে ভূপতিগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন মুনি মণ্ডল সকল যাগ যজ্ঞ বিহীন হওয়াতে দেবতারা আহারাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইয়া পতিব্রতার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকার স্তব করিয়া কহিলেন পতিব্রতে ক্ষমা কর বিরিঞ্চির ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়, তোমাকে বৈধব্য বেদনা সহ্য করিতে হইবে না, মুনির মান্য রক্ষার্থ একবার তোমার স্বামিকে মৃত হইতে হইবে কিন্তু আমরা সকলে বরপ্রদান করিতেছি ক্ষণকাল পরে তোমার স্বামী প্রত্যুজ্জীবিত হইবেন সন্দেহ নাই এই প্রকার দেবগণের কথায় পতিব্রতা অনুকূলা হইয়া রজনীকে প্রভাতা হইতে আদেশ করিলেন।

পতিব্রতার প্রায়িক চিহ্ন।

যা চ কাঞ্চন বর্ণাভা রক্তহস্তসরোরুহা। সহস্রাণান্ত
নারীণাং ভবেৎ সাপি পতিব্রতেতি গরুড় পুরাণং।

যেস্ত্রী সুবর্ণবর্ণা ও যাঁহার হস্ত পদ রক্তবর্ণ সেই স্ত্রী পতিব্রতা হন।

পতিব্রতা নামানি।

সূর্য্যস্য সুবর্চ্চলা ১ শক্রস্য শচী ২ বশিষ্ঠস্য অরুন্ধতী ৩ চন্দ্রস্য রোহিণী ৪ অগস্ত্যস্য লোপামুদ্রা ৫ চ্যবনস্য সুকন্যা ৬ সত্যব্রতঃ সাবিত্রী ৭ কপিলস্য শ্রীমতী ৮ সৌদাসস্য মদয়ন্তী ৯ সগরস্য কেশিনী ১০ নলস্য দময়ন্তী ১১ রামস্য সীতা ১২ শিবস্য সতী ১৩ নারায়ণস্য লক্ষ্মী ১৪ ব্রহ্মণঃ সাবিত্রী ১৫ রাবণস্য মন্দোদরী ১৬। ইতি পুরাণান্তরং।

শত বর্ষপর্য্যন্ত ধর্ম্মোপার্জ্জক ব্যক্তির গৃহে পতিব্রতা জন্ম গ্রহণ করেন এই পৃথিবী মণ্ডলে অনেকানেক সার্থক জন্মার গৃহে পতিব্রতারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং পুরাকালে স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রায় অনেকেই পতিব্রতা ছিলেন এই গ্রন্থের দার্ঢ্যতা নিমিত্ত তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করা বিধেয় কিন্তু সকল পতিব্রতার বিষয় বর্ণন করিলে গ্রন্থের অতি গুরুতা হইবে তন্নিমিত্ত প্রসিদ্ধ২ অথচ কার্য্যোপযোগি যে কএক পতিব্রতার জীবনবৃত্তান্ত তাহাই বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অথ অরুন্ধতীবৃত্তান্ত।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতিবংশ্য কর্দ্দম নামা এক মুনি ছিলেন তাঁহার ঔরসে অপ্সরা সম্বন্ধে এক কন্যা জন্মেন, মুনিকন্যা জাত মাত্রে জাতকর্ম্ম সমস্ত সম্পন্ন করিয়া অরুন্ধতী ও অক্ষমালা এই নামদ্বয়ে নামকরণ করিলেন, কিছুকাল নিজ সংযম নিয়মের ও

সঙ্কোচ করিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করেন, অরুন্ধতী পিতৃগৃহে সিতপক্ষের শশিকলার ন্যায় গুণ জ্যোৎস্না সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলেন, তাঁহার শৈশবাবস্থাতেই লজ্জা সারল্যাদি গুণাবলীর উদয় হইয়াছিল, তিনি পঞ্চবর্ষ বয়স্কা হইয়া অবধি স্বয়ং কানন হইতে কুশকুসুমাদি আনয়ন করিয়া পিতার তপস্যার সাহায্য করিতেন. ইহাতে মুনি নিজ কন্যারত্নের প্রতি সাতিশয় স্নেহবান্ ছিলেন অপর প্রতিবাসি ঋষিগণ সেই বালিকার সদ্ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিয়ত প্রশংসা করিতেন, কিছুকাল পরে মুনি আপন কন্যার কন্যা কাল উপস্থিত দেখিয়া শুভলগ্নে সূর্য্যবংশীয় রাজাবলীর পুরোহিত তপোনিষ্ঠ বশিষ্ঠ দেবকে কন্যা সংপ্রদান করিলেন, বশিষ্ঠদেব বিবাহ করিয়া সেই সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতীকে নিজাশ্রমে আনয়ন করিলেন, অরুন্ধতী স্বামিসদনে সমাগমন পূর্ব্বক অনন্য কর্ম্মা ও অনন্য ধর্ম্মা হইয়া দিবানিশ স্বামি শুশ্রূষারসে নিমগ্না থাকিলেন তাঁহার মন নয়নপাত চরণব্যতীত অন্যত্র গমন করিত না, ঐ নব্যা বধূর পতির প্রতি এতাদৃশ ভক্তিভাব দর্শন করিয়া তপোবনস্থ সমস্ত মুনিগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ প্রদান করিতেন, ক্রমশঃ তাঁহার প্রভূততম পাতিব্রত্যধর্ম্ম ভুবনে বিখ্যাত হইল তিনি পতিব্রতাদিগের দৃষ্টান্ত পথের এক পতাকা হইয়া উঠিলেন, বশিষ্ঠদেবও সেই পতিরতা সহধর্ম্মিণী পরিগ্রহে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, এইরূপে অরু

ন্ধতী জগতের অগণ্য ধন্যবাদ ও প্রচুর পুণ্য সমুপার্জ্জন করিয়া বহুকাল বশিষ্ঠসহ সুখে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন পরে কুলত্রয় উদ্ধার করত বশিষ্ঠ সঙ্গে স্বর্গে যাত্রা করিয়াছেন অদ্যাপিও নক্ষত্র লোকে বিরাজমানা আছেন আকাশপথে সপ্তর্ষি মণ্ডল মধ্যে তাঁহার উদয় হয় তাঁহার দর্শনে অনেক পুণ্য ও ভোগ লাভ হয় গতায়ুঃ ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে পায় না। বিবাহাবসানে সপ্তপদী গমনানন্তর জামাতা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক নিজবধূকে সেই অরুন্ধতী দর্শন করান্ তাহার অভিপ্রায় এই যে অরুন্ধতী অতিসাধ্বী ছিলেন প্রচুর কীর্ত্তি ও সুকৃত লাভ করিয়া পাতিব্র ত্যফলে অদ্যাপিও বশিষ্ঠসঙ্গে সুখে স্বর্গে উদিতা হইতেছেন তুমিও ঐ অরুন্ধতীর পথানুগামিনী হইয়া জগতে যশো লাভ কর।

লোপামুদ্রা বৃত্তান্ত।

পুরাকালে বিদর্ভ দেশে এক রাজা ছিলেন তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহার মহিষী এক সুন্দরী নন্দিনী প্রার্থনায় যম নিয়ম প্রভৃতি নানাবিধ বৈধ ব্রতোপবাস দ্বারা অনুদিন অভীষ্ট দেবতার আরাধনা করেন, কিয়ৎকাল পরে ঐ রাজমহিষী দৈববরে এক সুকুমারী কুমারী প্রসব করিলেন। বিদ্যুদাবলী তুল্যা সেই বালিকা জাতমাত্রে সূতিকাগার আলোকময় হয় রাজা ঐ শুভ সম্বাদ শুনিবা মাত্র সূতিকাগৃহে স্বয়ং আগমন করিয়া সদ্যোজাত নিজ নন্দিনীর বদন পদ্ম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক

পরমাহ্লাদ হ্রদে নিমগ্ন হইলেন, কন্যা অসামান্য রূপবতী। তাঁহার রূপলহরীতে স্ত্রীজাতির রূপগর্ব্ব খর্ব্ব হইল। রাজা কন্যার দুই নাম রাখিলেন লোপা ও লোপামুদ্রা, লোপামুদ্রা পিতৃগৃহে বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাঁহার যৌবনাঙ্কুরের উদ্রেক হইলে রাজা মনেমনে বিবেচনা করিলেন আমার কন্যা অসামান্য রূপবতী অতএব কোন অসামান্য শৌর্য্যশালি ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে ইহা স্থির করিয়া এতৎসংকল্প সিদ্ধ নিমিত্ত দিনপাত করিতে লাগিলেন। অগস্ত্যমুনি তপঃপরা কাষ্ঠায় কালহরণ করিতেন, একদা তাঁহার সাংসারিক ধর্ম্মে মানস হইল, তিনি বিবাহার্থ বিদর্ভ রাজ নিকটে আগমন পূর্ব্বক স্বয়ং লোপামুদ্রাকে প্রার্থনা করিলেন, রাজা বিবেচনা করিলেন ইনি অগস্ত্যমুনি মিত্রাবরুণির পুত্র, মহাতপা, তপঃপ্রভাবে আতাবি ও বাতাবি নামক মহাবলি অসুর দ্বয়কে জঠরানলে জীর্ণ করিয়াছেন বিশেষতঃ পয়োধিপর্য্যন্ত ইহাঁর গণ্ডূষ পেয় অতএব ইহাঁ ব্যতীত আর অসামান্য ক্ষমতাবান কে আছেন, এই বরে কন্যা প্রদত্তা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে ইহ স্থির করিয়া শুভক্ষণে কন্যা সংপ্রদান করিলেন। বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে মুনি সহধর্ম্মিণী সহ স্বকীয়াশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া গার্হস্থ্যে দীক্ষিত হইলেন, লোপামুদ্রা ভর্ত্তৃ ভবনে আগমন করিয়া কায়মনো বাক্যে স্বামি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন পতি সেবা ভিন্ন পতিব্রতার আর অন্য

ধর্ম্ম নাই, তদ্ধর্মাবলম্বনে লোপামুদ্রা জগতে সাতিশয় যশ স্বিনী হইলেন। পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তিনি অদ্যাপিও লোকের অন্তঃকরণে জাগরূক আছেন। মুনি সেই যশস্বিনী সহধর্ম্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার যাত্রাকে সাতিশয় প্রশংসা করিতেন সর্ব্বদা লোপাকে ছায়ার ন্যায় সমভিব্যাহারে লইয়া তীর্থ প র্য্যটন করিতেন। প্রথমে দণ্ডকারণ্য পথে তাঁহার আশ্রম ছিল পরে কাশীপুরীতে কিছু কাল বসতি পূর্ব্বক অতি প্রবৃদ্ধ বিন্ধ্যা চলকে নম্রতা পাওয়াইয়া পরোপকারার্থ সস্ত্রীক দক্ষিণা পথে প্রস্থান করিয়াছেন।

এই লোপামুদ্রা বৃত্তান্ত, ইনি অতি পতিব্রতা ছিলেন পাতি ব্রত্য ফলে পবিত্রা ও যশস্বিনী হইয়া কিছুকাল পৃথিবীতে কালযাপন করেন পরে অগস্ত্যসঙ্গে নক্ষত্রলোকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগে প্রবৃত্তা হন, ইহাঁকে অতি পতিব্রতা বলিয়া দাক্ষিণা ত্যেরা ভাদ্রমাসের প্রথম দিবসত্রয়ে অর্ঘ প্রদান করেন, ব্রহ্মবৈ বর্ত্ত পুরাণে তাহার বিধান বিস্তৃত আছে ইতি।

অথ সাবিত্রী বৃত্তান্ত।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অন পত্যতাপ্রযুক্ত মানবী নাম্নী মহিষীর সহিত কিছুকাল সাবি ত্রীর উপাসনা করেন। কিয়দ্দিন পরে সাবিত্রীবরে তাঁহার এক দুহিতা হইল, রাজা সেই শুভ সম্বাদ শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র আহ্লাদ পূর্ব্বক আপন নগরে অকালমহোৎসবের আদেশ

করিলেন এবং অনেক ধনধান্যাদি ও সবৎসা ধেনু বিপ্রসাৎ করিয়া কন্যার জাত কর্ম্মাদি সমাপন করিলেন পরে কন্যা সাবিত্রীবরলব্ধা এই হেতু তাঁহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। সাবিত্রী ক্রমশঃ বর্দ্ধমানাবস্থায় পিতামাতার অতি আদরণীয়া হইয়া নিয়ত সহচরীগণ সমভিব্যাহারে শৈশব সময় যাপন করিলেন পরে যৌবনবনাবগাহনে প্রবৃত্তা হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে সাবিত্রি তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত, কোন্ ভূপতি পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিতে মানস করিয়াছ বল, সাবিত্রী কহিলেন পিতঃ আমি স্বয়ং রথারোহণে নানা স্থানে গমন পূর্ব্বক দর্শন করিয়া যে ব্যক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করিব তন্নাম ধামাদি সকল আপনকার গোচর করিব আপনি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিবেন ইহা কহিয়া পিত্রনুমতি ক্রমে রথারোহণে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তপোবন পর্য্যটনে প্রবৃত্তা হইয়া বানপ্রস্থাদি সকল মুনি মণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে সাল্বদেশের অধিপতি মহামতি দ্যুমৎসেন নামে এক রাজা দুর্দ্ধর্ষ বৈরিবলে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া সেব্যানাম্নী মহিষী ও সত্যবান নামক পুত্রের সহিত সেই তপোবনে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। সত্যবান অতি সত্যধর্ম্মপরায়ণ, আপন জনক জননী বৃদ্ধ ও অন্ধ তাঁহাদিগের দিবানিশ সেবা করিতেন, তদ্দিবস তাঁহাদিগের পরি

চর্য্যার্থ বনান্তর হইতে ফল মূলাদি আনয়ন করিতেছিলেন সাবিত্রীর নয়ন পথে পতিত হওয়াতে তিনি দৃষ্টিমাত্রে তাঁহাকে মনে২ বরণ করিয়া পিতৃ সমীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ তপোবনস্থিত সত্যবান নামক মুনিকুমারকে আমায় প্রদান করুন সেই বর আমার মনোহর হইয়াছেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষে আমার কন্যা যে বরকে অভিলাষ করিয়াছে তাঁহার দোষ গুণ ব্যাখ্যা করুন। নারদ কহিলেন মহারাজ সত্যবানের গুণ কথা কত কহিব তাঁহার গুণ গরিমার সীমাপরিশেষ নাই, সত্যবান রূপে রতিপতিকে পরাভব করেন, বিদ্যায় বৃহস্পতিকে তিরস্কার করেন, তাঁহার গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, ধৈর্য্যে ধরাতল, ও বীর্য্যে বলি সাতিশয় কুণ্ঠিত হয়, কুলে শীলে সর্ব্বপ্রকারে সে পাত্র অতি উত্তম কিন্তু তাঁহার এক অসাধারণ দোষ আছে, সেই দোষ তাঁহার গুণাবলীকে কালীকৃত করিয়াছে দোষ এই যে তাঁহার আর এক বর্ষমাত্র আয়ুঃ আছে বর্ষ পূর্ণ হইলেই দেহ ত্যাগ করিবে সুতরাং সে পাত্রে সাবিত্রীকে প্রদান করিবেন না, বৎসে সাবিত্রি সেই বর অভিলাষ করিলে আগামি বৎসর বৈধব্য বেদনা সহ্য করিতে হইবে সন্দেহ নাই, সাবিত্রী কহিলেন ঠাকুর এমত আজ্ঞা করিবেন না, তিনি দীর্ঘায়ুঃ হউন অথবা অল্পায়ুঃ হউন, মানসে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি অন্যথা হইলে সতীত্ব রক্ষা হইবে না, ভগবান্ বিধাতা যদি আমার ললাট

পত্রে বৈধব্যদশাই লিখিয়া থাকেন তবে কে খণ্ডন করিবে পিতঃ আপনি অনুকূল হইয়া সেই পাত্রে আমার পাণিপীড়ন সম্পন্ন করুন নতুবা আমি হালাহলবিষে প্রণয় বদ্ধ করিব, নারদমুনি সেই কন্যার এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, রাজাও কন্যার তদ্বিষয়ে সাতিশয় নির্ব্বন্ধ দেখিয়া অগত্যা তাহা স্বীকার পূর্ব্বক কন্যাকে লইয়া তপোবনে উপস্থিত হইলেন সেস্থানে দেখিলেন সত্যবান্ মাতাপিতার চরণ সেবা করিতেছেন। রাজা দ্যুমৎসেন রাজার নিকট পরিচিত হইয়া তৎপুত্রে আপনার কন্যকার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে তিনি নিষেধ করিয়া কহিলেন, সে কি মহারাজ, এক্ষণে আমরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইতেছি আমরা স্ত্রীপুরুষ উভয় অন্ধ, অন্ধের যষ্টিতুল্য এই সন্তান, বিশেষত এক্ষণে আমারদিগের বন্যফল মূলাদিই উপজীবিকা হইয়াছে তোমার কন্যা রাজবালিকা, তিনি এসকল কষ্ট সহ্য করিতে কদাচ পারিবেন না, সেই হেতু প্রতিষেধ করিতেছি তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র আমার পুত্র নয়, এইরূপে প্রথমত অস্বীকার সূচকবাক্য প্রয়োগ করিলেন তথাপি মদ্রদেশাধিপতি অতি ব্যাগ্র হওয়াতে কথঞ্চিৎ সম্মত হইলেন, রাজা শুভক্ষণে সত্যবানের করে নিজ কন্যা প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে ভর্তৃভক্তি ও শ্বশ্রূ শ্বশুরের শুশ্রূষায় নিয়ত নিযুক্তা হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন তপোবনস্থ সমস্ত মুনিগণ সাবি

স্ত্রীকে অতি সাধ্বী বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতেন, পরে এক বৎসর পূর্ণ হইবার তিন দিবস পূর্ব্বে স্বামির আজ্ঞায় সাবিত্রী ত্রিরাত্র ব্রত আরম্ভ করিলেন পরে পারণ দিবস প্রত্যূষে সত্যবান কাষ্ঠানয়নার্থ অরণ্য মধ্যে গমনোদ্যত হইলে সাবিত্রী তদনুগমনে উদ্যুক্তা হইলেন তাহাতে তাঁহার শ্বশ্রূ বিশেষ প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন মাতঃ সাবিত্রি কোথা যাইবে বনভ্রমণ অতি সঙ্কট, প্রচুর কণ্টকাদিতে পথ সকল অতিদুর্গম্য, সে স্থানে অতি হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্রাদি আছে, তুমি স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বালিকা এবং ত্রিরাত্রোপবাসে তোমার কোমল কায় অতি ক্লিষ্ট হইয়াছে, অদ্য তোমার পারণ দিবস, পারণ পরাঙ্মুখী হইয়া বনস্থলী পর্য্যটন কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ইত্যাদি রূপ অনেক প্রতিষেধ করিলেও তিনি নিবৃত্তা না হইয়া কহিলেন স্বামি সমভিব্যাহারে গমন করিতে ক্লেশ কি, আর স্বামির ভুক্তাবশিষ্ট ব্যতীত কি রূপে এ স্থানে পারণ বিধি সম্পন্ন হইবে, এই কথায় তাঁহাকে সম্মতা করিয়া সত্যবানের সহিত নিবিড় বনে প্রবিষ্টা হইলেন, সে স্থানে সত্যবান সস্ত্রীক নানা বিধ ফল মূল ও শুষ্ককাষ্ঠ সকল আহরণারম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, বিবিধ পরিশ্রমে ও কঠোরতর দিনকর কিরণে সত্যবানের শিরো বেদনা হইল। সত্যবান্ অতি কাতর হইয়া কহিলেন প্রেয়সি আমার সাতিশয় শিরো বেদনা হইয়াছে

প্রাণ যায়, ইহা কহিয়া সাবিত্রীর উরুদেশে মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক সেই বন মধ্যে নিদ্রিতের ন্যায় হইলেন। সাবিত্রী নির্জ্জন বিজন মধ্যে তাদৃশ বিপদ উপস্থিত হওয়াতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া অমঙ্গলাশঙ্কা করিতে লাগিলেন তাহাতে নারদের কথা তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন অদ্য বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে, তখন সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন কি হইল নারদ নিকটে শুনিয়াছিলাম বৎসরান্তে কান্তের দেহান্ত হইবে সেই দগ্ধ দিবস উপস্থিত, অদ্যই কি জীবনকান্ত করাল কৃতান্ত কবলের অন্তর্গত হইবেন, হা মাতঃ মানবি, হা পিতঃ মদ্রদেশাধিপতে, হা সহচরী বর্গ, হা শ্বশ্রু, হা শ্বশুর, তোমরা কোথায়, আমার অদৃষ্টে কি হইল, ইত্যাদি রূপ নানা প্রকার মনে মনে বিলাপ করিতে করিতে দেখিলেন অতি বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পাশহস্ত এক পুরুষ সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র লিঙ্গ পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। সাবিত্রী তাহা দর্শন করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবন শীলা হইলেন এবং কহিলেন কে তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্বকে অপহরণ পূর্ব্বক গমন করিতেছ। পুরুষ কহিলেন আমি যম, তোমার স্বামিকে লইয়া যাই। সাবিত্রী তাহা শ্রবণ করিয়া অঞ্জলি পুটে কহিলেন প্রভো পতি ও পত্নী উভয় একাত্মা যদি পতিকে গ্রহণ করেন তবে আমাকেও লইয়া যাইতে হইবে আপনি ধর্ম্মরাজ সকলি অবগত আ

ছেন পতি ব্যতীত পতিব্রতারা কি জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।
যম কহিলেন সাবিত্রি সকল প্রাণিই স্বস্ব কর্ম্ম গ্রন্থিতে বদ্ধ হইয়া
পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া থাকে পরে ক্রমশঃ কর্ম্ম
গ্রন্থির শৈথিল্য হইলে আমার পাশের বশীভূত হয় তোমার
স্বামির শরীর স্থিতিসাধন সুকৃতের শেষ হইয়াছে, ইনিই
আমার পাশের বশ্য, তোমার আর একশত বর্ষ পরমায়ুঃ
আছে। তোমাকে কি রূপে লইয়া যাইব, সাবিত্রী কৃতান্তের এই
সকল কথা শ্রবণ করিয়া নতি বিনতি পূর্ব্বক গদ্‌গদ স্বরে তাঁহাকে
অনেক স্তব করিলেন ধর্ম্মরাজ তাহাতে সাতিশয় তুষ্ট হইয়া
কহিলেন আপনি সত্যবানের জীবন ব্যতীত যে বর প্রার্থনা
করিবেন আমি স্বীকার করিতেছি তাহা প্রদান করিব। সাবিত্রী
বর চতুষ্টয় প্রার্থনা করিলেন প্রথম বরে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অন্ধত্ব
দোষ শান্তি, দ্বিতীয়ে বিনষ্ট রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি, তৃতীয়ে নিজ
জনক জননীর একশত পুত্রপ্রাপ্তি, চতুর্থে সত্যবানের ঔরসে
আপনার শতপুত্র প্রাপ্তি। যম অঙ্গীকারে তথাস্তু বলিয়া প্রস্থা
নোদ্যত হইলে সাবিত্রী কহিলেন সে কিপ্রভো আপনি ধর্ম্মরাজ
আপনার বাক্য কদাচ অন্যথা হয় না ইহাঁর ঔরসে আমার
একশত পুত্র হইবে এই বরপ্রদান করিয়া পুনর্ব্বার কিরূপে ইহাঁ
কে লইয়া যান, যম আত্ম উক্ত বচনকে অনুধাবন করিয়া কহি
লেন পতিব্রতে তোমার লোক দ্বয় সাধিনী আশ্চর্য্য চাতুরীতে
আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি তোমাকে আর এক অযাচিত

বর প্রদান করি। সত্যবান্ আর এক শত বর্ষ জীবিতবান থাকিলেন, তুমি ইহাঁকে লইয়া সুখে সময় যাপন কর ইহা কহিয়া পিতৃপতি প্রস্থান করিলেন। সত্যবান্ তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া কহিলেন পতিব্রতে চল গৃহে গমন করি আমার শিরো বেদনা শান্তি হইয়াছে। সাবিত্রী অঞ্চল গলে প্রদান করিয়া অঞ্জলিপুটে পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া স্বামি সহ নিজালয়ে আগমন করিতে লাগিলেন, মধ্য পথে সত্যবান দেখিলেন আপন জনক জননী উভয় চক্ষুঃপ্রাপ্ত হইয়া বন মধ্যে ইতস্ততঃ পুত্র ও পুত্রবধূর অন্বেষণ করিতেছেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া চরণ বন্দন পূর্ব্বক সাবিত্রীর আশ্চর্য্য চরিত বর্ণন করিলেন। পরে রাজা ও রাজ্ঞী সাতিশয় প্রমোদহ্রদে নিমগ্ন হইয়া পুত্র পুত্রবধূ সহ মঙ্গলধ্বনি পূর্ব্বক কুটীরে আগমন করিলেন, অনন্তর সাবিত্রী পতি ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণে পারণ সমাপন করিলেন। কিয়দ্দিন বিলম্বে রাজা শুনিলেন রাজ্যাপহারকেরা পরস্পর বিবাদে বিনষ্ট হইয়াছে, শ্রবণমাত্রে পরমাহ্লাদে পুত্র পুত্রবধূ ও মহিষীকে লইয়া নিজ রাজ্যে গমন পূর্ব্বক সত্যবান্কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, সত্যবান্ কিয়ৎকাল পুত্রবৎ প্রজাপালনে দীক্ষিত হইয়া জগতে যশোলাভ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে ক্রমশঃ শতপুত্র প্রসব করিয়া যথাযোগ্য

পুত্রে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক সত্যবান্‌সহ চরমে পরমপুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ প্রাপ্তা হইলেন।

এই সাবিত্রী বৃত্তান্ত অনুবাদিত হইল, সাবিত্রী আত্ম পাতিব্রাত্যফলে কোন্২ অভীষ্ট না সিদ্ধ করিয়াছেন, তিনি পতি ব্রতাদিগের শিরোরত্ন স্বরূপ, অদ্যাপিও কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে কহেন সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা হও সুতরাং তিনি পতিব্রতাধর্ম্মের দৃষ্টান্তরূপে প্রাণিদিগের অন্তঃকরণে নিয়ত বিরাজমানা আছেন তাঁহার চরিত শ্রবণ করিলে নানা নিরয় হইতে নিষ্কৃতি হয়।

অথ দময়ন্তী বৃত্তান্ত।

বিদর্ভ নগরে ভীম নামে ভীমপ্রতিম মহাবলশালী প্রসিদ্ধ এক রাজা ছিলেন, দময়ন্তী নাম্নী তাঁহার এক কন্যা, তাঁহার সৌন্দর্য্যের উপমা মর্ত্যমহিলাতে দুষ্প্রাপ্য, তিনি বাল্যকালে নানাবিধ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিল্প বিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল যে তিনি যে কোন ব্যক্তির আকৃতি দর্শন বা শ্রবণ করিলেই তাহা অবিকল চিত্রিত করিতে পারিতেন, তিনি পিতামাতার অতি আদরণীয়া ছিলেন পিতার ক্রোড়েতেই প্রায় শৈশবাবস্থা যাপন করেন বন্দি গণে রাজসমীপে সর্ব্বদা নলরাজার গুণগণ গান করিত তিনি নিয়ত শ্রবণ করিয়া বাল্যাবস্থাতেই নলে অনুরক্তা হয়েন ক্রমশঃ তাঁহার যৌবন সঞ্চার হইলে তিনি একদা সহচরীগণ

সমভিব্যাহারে পুষ্পোদ্যান বিহারে প্রবৃত্তা হইয়া দেখিলেন নানাবিধ কুসুমের সুসমায় বন আলো হইয়াছে, পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হওয়াতে সুরভিগন্ধে চতুর্দ্দিগ ব্যাপ্ত হইতেছে মধুপাবলী মধুলোভে মত্ত হইয়া গুণগুণ রবে পুষ্পহইতে পুষ্পা স্তরে পতিত হইতেছে, কোকিল সকল কলরবে গান করিতেছে, সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতেছে, তদ্দর্শনে তদানীং দময়ন্তীর চিত্তের কিঞ্চিৎ চাপল্য জন্মিলেও তিনি কুসুমাব চয়ে প্রবৃত্তা হইলেন পরে কুসুম লোভে সহচরীবর্গকে ক্রমে অতিক্রম করিয়া ঈষদ্দূরে দেখিলেন এক সুবর্ণচ্ছদ রম্য রাজ হংস, তাহা দর্শনমাত্রে তিনি অতিমাত্র উৎসুকা হইয়া তদ্ধারণে যত্ন করিলে ঐ পক্ষিরত্ন ক্রমশঃ নিবিড় বনে প্রবেশ করিল, দম য়ন্তীও তদনুগামিনী হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিলেন। হংস তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিতে লাগিল অহে সুন্দরি তুমি নিজবালভাব প্রযুক্ত আমাকে ধারণ প্রয়াসে বৃথা আয়াস করি তেছ, তুমি মনুষ্য জাতি, মনুষ্যজাতি স্থলেতেই গমন করিতে সমর্থ কিন্তু অস্মদাদির স্থল জল ও অন্তরীক্ষ এতত্রিতয়ে গতিবিধি আছে, কিরূপে আমাকে ধারণ করিবে এই অনর্থক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্তা হও, তুমি আমার নিমিত্ত এই শিরীষ কুসুম সুকুমার শরীরকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করি তেছ তাহাতে তোমার প্রতি আমি দয়া বশম্বদ হইয়া এক সদুপদেশ প্রদান করি, রাজকন্যে তাহা অনন্য মনে শ্রবণ

কর, আমি হংস জাতি, প্রজাপতি বাহন বংশ্য, আমার অগম্য স্থান নাই, কতিপয় দিবস হইল নানা উপবন ভ্রমণে নিষধ নগরে চন্দ্রবংশীয় শূরসেনের পুত্র নলরাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছি, তাঁহার রূপের অনুরূপ ত্রিলোকীতলে দুর্লভ, তাঁহার গুণ গরিমার শেষ সীমা নাই, তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকে তিরস্কার করিয়া মনুপ্রথিত ধারায় ধরা শাসন করিতেছেন। সেই নলই তোমার অনুরূপ বর, তুমি তাঁহাকে বর মাল্য প্রদান করিলে তোমাদিগের পরস্পরেতে যে বিধাতার অসীম শিল্পনৈপুণ্য তাহা সফল হইবে। হংস ইহা কহিয়া গগণ পথে উড্ডীয়মান হইল। দময়ন্তী হংস মুখ হইতে নলকে শ্রুতিপথে হৃদয়ে আনয়ন করিয়া মনে২ তাঁহাতে দেহ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলেন যদি নলের সহিত মিলন না হয় তবে এ দেহ অনলে আহুত করিব ইহা স্থির করিয়া সহচরীগণ সহ কথঞ্চিৎ অন্য মনে গৃহাগমন করিলেন তদবধি তাঁহার নল চিন্তাই মনোহারিণী হইল, নল বিরহে পূর্ব্ব রাগ উপস্থিত ক্রমশঃ মুখম্লান ও সৌন্দর্য্য গ্লান হইতে লাগিল, শরীর অতিকৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল, রাজ্ঞী তাহা নিরীক্ষণ করিয়া নির্জনে রাজাকে কহিলেন মহারাজ, কন্যা বয়স্থা হইল বিবাহের আয়োজন করুন্ বিশেষতঃ আমি অনুমান করি দময়ন্তীর স্মরদশা উপস্থিত, সে সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে সকল বিষয়েতেই বিরক্তি

প্রকাশ পূর্ব্বক নিয়ত চিন্তাতে নিমগ্না থাকে, কোন্ ব্যক্তিকে মনঃপ্রীত করিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কন্যাকা জন সুলভ লজ্জার বশম্বদতায় অধোমুখী হইয়া কিছুই বলে না অতএব আপনি স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিয়া নানা দেশ বিদেশস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করুন অবিলম্বে কন্যা নিজমনোহর বর না পাইলে কলেবর ত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। রাজা এইরূপ মহিষীর বচনানুসারে দিনাবধারণ পূর্ব্বক স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করিলেন। নিমন্ত্রিত নানা ভূপতি প্রভৃতি সকল লোক সুসজ্জ হইয়া ক্রমশঃ ভীমভবনে আগমন করিতে লাগিলেন।

নলরাজা পূর্ব্বে হংসমুখে দময়ন্তীর রূপ গুণাদি শ্রবণ করিয়া অবধি নিয়ত তৎপ্রাপ্তি বাসনায় চিন্তিত ছিলেন স্বয়ম্বর সম্বাদ শুনিবা মাত্র অতিমাত্র সত্বরে ভীম ভূপের সভায় গমন করেন, পথিমধ্যে ইন্দ্র বরুণ অগ্নি যম এই দেব চতুষ্টয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল তাঁহারা নলরাজার রূপ দর্শনে দময়ন্তী প্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক সানুনয় বাক্যে তাঁহাকে দময়ন্তী নিকট নিজ নিজ দৌত্য কর্ম্মে প্রেরণ করিলেন। নল ইন্দ্রাদি দেবতার আদেশানুসারে দৈববলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া সাবধানে দময়ন্তীর অন্তিকে উপস্থিত হইলেন দময়ন্তী নিজ লিখিত নলপ্রতিকৃতি দর্শন করিতেছিলেন, উভয়ের চারি চক্ষুঃ একত্র হইবাতে পর স্পর উভয়ের রূপ দর্শনে উভয়ে মগ্ন হইলেন ক্ষণ বিলম্বে

নল রাজা দময়ন্তী নিকট দেবগণের আদেশ প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন আপনি তাঁহাদিগের নিকট প্রতিসন্দেশ প্রদান করুন্ আমি নল ভার্য্যা, নল রাজাকে মানসে বরণ করিয়াছি, অন্যকে বরণ করিলে সতীত্বে ব্যাঘাত হইবে বিশেষতঃ আমি এক কালে দেহ মনপ্রাণ সকলি নলে নিবেদন করিয়াছি অতএব নিবেদিত দ্রব্যে কি রূপে দেবসেবা হইবে।

নলরাজা এইরূপ দময়ন্তার প্রত্যুত্তর লইয়া বাসবাদি দেবতা দিগকে কহিলেন তথাপি তাঁহারা ঐ দুরভিলাষের দাসতা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং নলরূপ ধারণ করিয়া নল রাজার নিকট একত্র বসিলেন ইহাতে উপস্থিত পঞ্চ নল দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকে আশ্চর্য্য মানিলেন, দময়ন্তী যথা সময়ে পিতার আজ্ঞানুসারে বরমাল্য করে করিয় সকল ভূপতি দর্শনাবসানে নল সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পঞ্চ নল একত্র, দময়ন্তী অতি বুদ্ধি মতী, প্রথমতঃ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া যে নল চতুষ্টয়ের শরী রচ্ছায়া ও পলক নাই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত নলকে বরমাল্য প্রদান করিলেন তদ্দর্শনে নলরূপধারি দেব চতুষ্টয় লজ্জিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন পরে কুণ্ডিন পতি পরমাহ্লাদে নিজকন্যা সম্প্রদান করিলেন পরদিনদময়ন্তী স্বামি সদনে গমন করিয়া উভয়ের অভিলাষ পরিপূর্ণ হওয়াতে

সুখে সময় যাপন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল বিলম্বে নলের ঔরসে দময়ন্তীর এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পূর্ব্বে কলি দময়ন্তীর প্রতি অত্যন্তাভিলাষুক ছিলেন মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় তদপকার বাঞ্ছায় কিঞ্চিৎ পাপরন্ধ্রে সাতিশয় রোষাবেশে নল শরীরে প্রবেশ করিলেন, কলিমাহাত্ম্যে নল রাজার বুদ্ধির দিন২ বৈলক্ষণ্য হইতে লাগিল। তিনি তৎকালে নিতান্ত ব্যসনী হইয়া নিজানুজ পুষ্করের সহিত পাশক্রীড়া করিতে লাগিলেন ভবিতব্যতানুসারে ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্যপর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তিই দুরোদর মুখে আহূত হইল, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সাতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। পুষ্কর তাঁহার রাজ্যাদি জয়পূর্ব্বক স্বয়ং অধীশ্বর হইলেন ও নলকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। নল রাজা নিজানুজের নিকট নিতান্ত অপমানিত হইয়া আপন পুত্র কন্যাকে তাহাদিগের মাতুলালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থানোদ্যত হইলেন, দময়ন্তী অতি পতিব্রতা, তিনি অনেক প্রবোধেও নিবৃত্তা না হইয়া নল সহচরী হইলেন, নল নিজ সহধর্ম্মিণী দময়ন্তীকে সঙ্গিনী করিয়া অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন তাঁহারা উভয়ে দিবসত্রয় অনাহারে ছিলেন, বনমধ্যে কোন ফল মূলাদি না পাওয়াতে সাতিশয় বিষাদাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততো ভোজনীয় বস্তু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু অন্য কোন বন্য বস্তু না

ভিলাষে নল নিজ পরিধান বস্ত্র তদুপরিক্ষেপণ করিলেন,পক্ষি গণ নলের ললাট দোষে বস্ত্রসহ উড্ডীয়মান হইয়া অনিরূপিত স্থানে প্রস্থান করিল, নল উলঙ্গ হইলেন, দময়ন্তী আপন প্রাণ বল্লভকে নগ্ন ও লজ্জিত দেখিয়া নিজ পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল প্রদান করিলেন। নল তদঞ্চলে লজ্জা সম্বরণ পূর্ব্বক উভয়ে এক বস্ত্রী হইলেন, একে দিবসত্রয় অনাহার তাহাতে অরণ্য পর্য্যটন ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ, দময়ন্তী অতি ক্লিষ্টা হইয়া অভীষ্টতমের উরুদেশে মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক অরণ্য মধ্যে নিদ্রিতা হইলেন, নল দময়ন্তীকে গমনাশক্তা এবং নিদ্রিতা দেখিয়া তদানীং বিবেচনা করিতে লাগিলেন একি আপদ, আমি নগরী মধ্যে অপমানিত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলাম তথাপি দময়ন্তী স[illegible]নীতি শাস্ত্রে কথিতআছে স্ত্রীলোকেরা সকল আপদ্‌পরম্পরার মূল বিশেষতঃ পথিকদিগের স্ত্রীসঙ্গ অতি অপথ্য অতএব আমি এই সময়ে প্রসুপ্তা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করি কলিপ্রভাবে উন্মত্তের ন্যায় নল রাজা দময়ন্তী প্রতি নিঃস্নেহ হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন কিন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন উভয়ে এক বস্ত্রী কিরূপে যাইব এই সময়ে মলিন কর্ম্মা কলি স্বয়ং খড়্গরূপে সমীপস্থ হইলেন,নল খড়্গ পাইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বস্ত্রমধ্যচ্ছেদনানন্তর আপন উরু হইতে অল্পে অল্পে প্রিয়ার মস্তক ভূমিতলে নামাইয়া অতি সত্বর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন পরে ক্ষণ বিলম্বে দম

য়ন্তী প্রবোধ প্রাপ্তা হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন নল নাই, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন্ জীবিতনাথ এই কি তোমার পরিহাসের সময় বিশেষতঃ আমার মস্তক ভূমিতে রাখি য়াছ এই অপরাধে আমি অতিশয় মান প্রকাশ করিব ইহা কহিয়া কিয়ৎ কাল উত্তর না পাওয়ায় কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্বয়ং অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ক্রমশঃ তরুতল লতাকুঞ্জ গিরি দরী নদী পুলিন প্রভৃতি নানা স্থান অন্বেষণে নল রাজাকে না দেখিয়া পরিশেষে মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন দিবস অবসন্ন হইতেছে, তখন অতিব্যাকুলা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ এক অজগর সর্পের সমীপে পতিতা হইবা মাত্র গ্রাসাভিলাষে ঐ কাল নিজ করাল বদন বিস্তার করিল, দময়ন্তী তাহাতেই আপন মরণ স্থির করিয়া কহিলেন অদ্য শুভাদৃষ্টে এই বিষধর আমার দুঃখ শান্তি করিবেন কিন্তু দুঃখান্তর এই যে মরণ সময়ে জীব নেশ্বরকে দেখিতে পাইলাম না, গুণসিন্ধো হা নল, হা তাত, হা মাত, হা সহচরীবর্গ, হা পুত্র, এইরূপ সকরুণ রোদন করিতে২ কাল কবলে পতিতা হইলেন সেই সময়ে এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগান্বেষণ করিতেছিল দেখিল এক অলৌকিক রূপবতী যুবতীকে অজগরে গ্রাস করে, ব্যাধ তৎক্ষণাৎ আপন শরা সনে নিশিত বিশিখ যোজন পূর্ব্বক ঐ প্রচণ্ড ভোগিভোগ খণ্ড২ করিয়া দময়ন্তীকে রক্ষা করিল পরে ব্যাধ জিজ্ঞাসা

করিল কে তুমি কি নিমিত্ত অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ। দময়ন্তী কহিলেন পিতঃ আমি তোমার শরণাগতা, আমি ভীম ভূপতির দুহিতা, নল রাজার প্রেয়সী মহিষী পতিব্রতা দময়ন্তী, নল সমভিব্যাহারে অরণ্য বিহারে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এই অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে হারাইয়াছি, তাঁহারি অন্বেষণ করিতেছি।

ব্যাধ কহিল সুন্দরি আমি শুনিয়াছি নল রাজা উন্মত্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন, তোমার উন্মত্ত পতিতে প্রয়োজন কি, তুমি রূপবতী ও যুবতী, আমিও অনুরূপ যুবা, গৃহে গৃহিণী নাই আমার গৃহে আগমন কর আমি নিয়ত মৃগয়া করিয়া মাংস বিক্রয় দ্বারা প্রচুরার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তোমাকে পরম সুখে রাখিব। দময়ন্তী ব্যাধের এই দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রবণে করার্পণ করিলে ঐ দুর্বোধব্যাধ বলাৎকারে উদ্যত হইল। দময়ন্তী নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া সাতিশয় সাধ্বসে চতুর্দিগ শূন্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মনে করিলেন একি, হা কৃতান্ত, তুমিও আমার প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইলে, অজগরে আমার মরণ হইল না, হা বিধে, বিষধরে গ্রাস করিলে কেবল পাঞ্চভৌতিক বিনশ্বর দেহই বিনষ্ট হইত এইক্ষণে আমার অমূল্য অতুল্য চিরন্তন নির্ম্মল পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে ব্যাধ বিষধরে গ্রাস করে নির্ম্মল শশাঙ্ককুলে ম্লানিমা হইল, ভীম ভূপতির অপযশঃ ঘটিল, বিমল নল নামে অপবাদ প্রকাশিল, কি হইল, হা

বিধাতঃ, হা শরণাগত প্রতিপালক নল ভূপতে, অন্যান্য ব্যক্তি বিপদে আমার শরণাগত হইত আমি রক্ষা করিতাম এইক্ষণে আমি তোমার প্রেয়সী হইয়া কাহাকে স্মরণ করিব অত্যন্ত কাতর ভাবে ইহা ভাবিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তৎক্ষণাৎ সেই নিশ্বাস সহ পাতিব্রত্য তেজঃ শরীর হইতে বিনিঃসৃত হইয়া ব্যাধকে ভস্মাবশেষ করিল।

পরে দময়ন্তী সার্থবাহ কর্ত্তৃক পথ প্রদর্শিতা হইয়া সুবাহু নগরে গমন পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন এই সুবাহু রাজমহিষী ইলাবতী, শুনিয়াছি ইনি আমার মাতৃস্বসা, ইহাঁর নিকট পরিচয় প্রদান করিলে মানহানি সম্ভাবনা অতএব প্রচ্ছন্ন রূপে থাকিব ইহা ভাবিয়া তৎকন্যা সুনন্দা সমীপে কিছুকাল সহচরী ভাবে সময় যাপন করিতে লাগিলেন বর্ষ চতুষ্টয় অতীত হইল পরে ভীম ভূপতি তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক সুদেব নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা দময়ন্তীকে নিজান্তিকে আনিলেন তিনি পিত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ পিতা মাতার সাতিশয় স্নেহে রহিলেন কিন্তু দিবা যামিনী নল বিরহানলে ম্রিয়মাণা হইয়া তাঁহার শুভানুধ্যানে নিয়ত যম নিয়ম দ্বারা ইষ্টদেবতার আরাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নলরাজা প্রাণাধিকা প্রেয়সী মহিষীকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বনে২ ভ্রমণ করেন ইতোমধ্যে কর্কটক নামক এক সর্প কূপে পতিত হইয়া দাবা

নলে দগ্ধ হইতেছিল নলরাজা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া দয়া বশম্বদতায় তদুত্তোলনে প্রবৃত্ত হইলে সর্প তাঁহাকে দংশন করিল, নলদেহস্থ কলি সেই কর্কট নাগের বিষজালায় ব্যাকুল হইলেন, নল কর্কটের উপদেশানুসারে বন পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎ কাল অযোধ্যা নগরে ঋতুপর্ণ রাজার অশ্বসারথ্যে নিযুক্ত হইয়া রহিলেন পরে ক্রমশঃ তাঁহার দৈব দুর্ব্বিপাক দূরীভূত হইবায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কুণ্ডিন নগরে গমন করিয়া প্রাণবল্লভা দময়ন্তীকে প্রাপ্ত হইলেন পরে দময়ন্তীর দৈবনিষ্ঠায় তিনি নিজ বিনষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিয়া দময়ন্তীকে লইয়া স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

স্ত্রী জাতিরা এই এই পতিব্রতাদিগের পথানুগামিনী হইয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে ঐহিক শশাঙ্ক ধবল যশঃ সমুপার্জ্জনে পারত্রিক কৈবল্য ফলাস্বাদনে সমর্থা হয় অতএব মন্বাদি গ্রন্থে স্ত্রীলোকদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্মই প্রধানত্ব রূপে বর্ণিত আছে। এবং স্বামী শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম তৎপ্রমাণ যথা "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাম্পরোধর্ম্মোহ্যমায়য়েতি ,, শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধঃ।

পতির অনুমত্যভাবে পতিবত্নীর দেবার্চ্চন দান ব্রতা দিতে অধিকার নাই কেবল পতিপূজাতেই সকল সিদ্ধ হয় যথা। ন তস্যা নিয়মো বিপ্র তপো নৈবচ সুব্রত। উপবাসো ন দানঞ্চ ন দমো বা মহামতে ইতি বরাহপুরাণং।

প্রত্যুত স্বাতন্ত্র্যে উপবাসাদি করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে যথা, পত্যৌ জীবতি যা নারী উপোষ্য ব্রত মাচরেৎ। আয়ুঃ সংহরতে পত্যুঃ স. নারী নরকং ব্রজেদিতি বিষ্ণু সংহিতা।

পতিবত্নীদিগের ভর্ত্তাই দেববৎ আরাধ্য, ভর্ত্তাই শরীর স্থিতি সাধন, ভর্ত্তাই অধীশ্বর, ভর্ত্তা ব্যতীত তাহাদিগের আর কেহ উপাস্য নহে, যথা "ভর্ত্তা হি দৈবতং স্ত্রীণাং ভর্ত্তা হি গতি রুচ্যতে। জীবৎপত্যাঃ স্ত্রিয়া ভর্ত্তা দৈবতং প্রভুরেবচেতি অগ্নি পুরাণং।

পতি পরুষভাষী জরাজীর্ণ ব্যাধি শীর্ণ নিগুর্ণ দোষশীল পঙ্গু ও অন্ধ হইলেও তাঁহাকে দেবতা ন্যায় সেবা করিবেক যথা "বিশীলঃ কামবৃত্তোবা গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ। উপচার্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎপতিরিতি মনুঃ।

ভর্তৃ ভক্তি বিহীনা নারীদিগের সত্য ধর্ম্ম তপস্যা ও দান ধ্যানাদি সকলি নিরর্থক যথা "ব্রতং চানশনং দানং সত্যং পুণ্যং তপশ্চিরং। পতি ভক্তি বিহীনায়া ভস্মী ভূতং নির র্থকমিতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণং।

অতএব স্ত্রীলোকের ভর্তৃ পরিচর্য্যাই প্রধান কর্ম্ম ইহা নানা শাস্ত্র প্রতিপাদ্য ও যুক্তি যুক্ত হইয়াছে যাহারা স্বামি সমীপস্থা তাহাদিগের এই ধর্ম্ম।

অধুনা প্রোষিত ভর্তৃকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং। হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্তৃকা ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পতি বিদেশস্থ হইলে পত্নীদিগের কন্দুকাদি ক্রীড়া, গন্ধ দ্রব্যে শরীর সংস্কার, বহুজনাকীর্ণসভা ও বিবাহাদ্যুৎসবাদি দর্শন, উচ্চ হাস এবং পরগৃহপ্রয়াণ এই সমস্ত কর্ম্ম অতি গর্হিত, মলিন বসন পরিধান, মস্তকে এক বেণীধারণ, নিয়ম ব্রতাদি দ্বারা পতির শুভানুধ্যান ইহাই নিরন্তর কর্ত্তব্য, ইহা না করিলে নানা দোষের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

অথ মৃতপতিকার ধর্ম্ম।

যদি পতির লোকান্তর হয় তাহা হইলে পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যা বলম্বন অথবা সহগমন কর্ত্তব্য যথা, ভর্ত্তরি প্রেতে ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি বিষ্ণু সংহিতা।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনেক নিয়ম আছে সে সকল নিয়ম রক্ষা করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্যে মধুমাংসাদি ভক্ষণ, চন্দনাদি মৃক্ষণ, মাল্য ছত্রাদি ধারণ, গীত বাদ্যাদি শ্রবণ, উৎসব নৃত্যাদি দর্শন, অনৃত বাক্য কথন, পরহিংসা পরীবাদ করণ অতি নিষিদ্ধ। তদাশ্রমে বল্কলপরিধান, ইন্দ্রিয় নিয়মন, কামক্রোধাদি নিবারণ কর্ত্তব্য বিশেষতঃ ব্রহ্মচারিদিগের শীল রক্ষার অতি আবশ্যকতা আছে। অতএব পতিবিহীনা স্ত্রীরা অবশ্যই ব্রহ্মণ্যতাদি ত্রয়োদশবিধ শীল রক্ষায় নিয়ত যত্নবতী হইবেন

অন্যথা শীলভঙ্গ হইলে নারীদিগের আপন পিতা মাতা ভ্রাতা এবং ভর্ত্তা ইহাদিগের সহিত এককালে নিরয় গামিনী হইতে হয় যথা, অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। তত্রাপি শীলং সংরক্ষেৎ শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ তদ্বৈগুণ্যাদপি স্বর্গাৎ পতিঃ পততি নান্যথা। তস্যাঃ পিতা চ মাতা চ ভ্রাতৃবর্গ স্তথৈবচেতি, কাশীখণ্ডীয় বচনং অতএব শীল সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিয়ত সূর্য্যাগ্নি গুরু দেবাদি পূজা ও বিবিধ ব্রতোপ বাস সন্ধ্যোপাসনাদি দ্বারা ক্রমশঃ পাঞ্চভৌতিক শরীরকে পরিশোষণ করিয়া অনন্ত, পুণ্য সমুপার্জ্জনে চরমে পরমার্থ সাধনে সমর্থা হইবেন।

পুরাকালে কামদেব হরকোপানলে ভস্ম হইলে অতি সাধ্বী পতিপ্রাণা রতি এতাদৃশ ধর্ম্মাবলম্বনে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্দম মুনিশাপে পাণ্ডুরাজা বিনষ্ট হইলে তৎপত্নী যদুবংশীয় শূরসেনসুতা কুন্তী কথঞ্চিদ্দেহ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। অভিমন্যু সপ্তরথি মধ্যে সংগ্রামে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে বিরাট রাজদুহিতা উত্ত রাও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জয়দ্রথ অর্জ্জুন বাণে প্রাণ ত্যাগ করিলে অতি পতিব্রতা ধৃতরাষ্ট্র সুতা দুঃশলাও ব্রহ্মচর্য্যে নিযুক্তা ছিলেন, গন্ধর্ব্ব রাজপুত্রী মহাশ্বেতাও মনোরথ প্রিয় পুণ্ডরীক আপন বিরহানলে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার অক্ষমালা ও দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যে

দীক্ষিতা হইয়াছিলেন এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অনেক স্ত্রী পতি মরণে অনুমৃতা না হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দিন যাপন করিয়াছেন, অতএব পতি লোকান্তরিত হইলে পত্নী দিগের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন অতি কর্ত্তব্য।

অথ সহগমন পক্ষ।

ব্রহ্মচর্য্য পক্ষে নানা ব্রতোপবাস নিয়ম ক্লেশ ও শীল ভঙ্গে অশেষ দোষ সম্ভাবনা সুতরাং মৃতপতিকাদিগের ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর ও দুরূহ অতএব সহগমনই শ্রেয়ঃকল্প, পতি লোকান্তরিত হইলে পতিব্রতাদিগের চিতাধিরোহণ করাই সমুচিত ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে।

যথা, মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সহারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে।

মাতৃকং পৈতৃকঞ্চাপি যত্র চৈব প্রদীয়তে। কুলত্রয়ং পুনাত্যেষা ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতীতিহারীতবচনং।

যে স্ত্রী পতি সমভিব্যাহারে চিতাধিরোহণ করেন সেই স্ত্রী অরুন্ধতীতুল্য পতিব্রতা মাতৃকুল পিতৃকুল ভর্ত্তৃকুল এতৎ কুলত্রয় সমুদ্ধরণ পূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতে পারেন।

তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানুষে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতীতি শঙ্খাঙ্গিরঃ সংহিতা।

যে পতিব্রতা অনুমৃতা হয়েন সার্দ্ধ ত্রিকোটী বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার স্বর্গ ভোগ হয়।

এবং গ্রন্থান্তরে কথিত আছে তত্র সাভর্ত্তৃ পরমা স্তূয়মানা প্সরোগণৈঃ। ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ।

অনুমৃতারা চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পতনপর্য্যন্ত গন্ধর্ব্বগণে সেব্য মানা হইয়া স্বর্গে স্বামিসহ ক্রীড়া করেন।

এবং ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নোবা মিত্রঘ্নোবা ভবেৎপতিঃ। পুনাত্য বিতথা নারী তমাদায় মৃতা তু যা।। ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তারমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যে স্ত্রী স্বামিচিতাশায়িনী তাঁহার স্বামী অশেষ পাপ শীল হইলেও তাহাকে পবিত্র করেন আর যেমত সর্পধারক গর্ত্ত হইতে বলে সর্পকে উদ্ধৃত করে পত্যনুগামিনী কামিনীরা তাদৃশ স্বস্ব ভর্ত্তাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন।

ভগবান্ বাদরায়ণি ভারতে কপোতিকাখ্যান নামক এক ইতিহাস প্রকাশ পূর্ব্বক সহগমন ব্রতকে প্রাধান্যরূপে গণ্য করিয়াছেন অতএব তদনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

দণ্ডকারণ্য প্রদেশে এক ব্যাধ স্ববনিতাসহ বাস করিত পশু পক্ষি বিনাশ দ্বারা তাহার দৈনন্দিন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইত, একদা প্রভাতকালে ঐ ব্যাধ আত্ম বৃত্ত্যর্থ নিবিড়বনে প্রবেশ

করিলে হঠাৎ আকালিক বাদলিকা উপস্থিত হইল, অতি গম্ভীর রবে নীরদ সকল এককালে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল পরে প্রচণ্ড বাতবাতে পাদপচয় নির্ম্মূলিত হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল, বজ্রাগ্নি সম্পর্কে শত শত বৃক্ষ চতুর্দ্দিগে দোধূয়মান ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ঐ মেঘ হইতে করকাসহ বৃষ্টিধারা মুষলধারে ধরাতলে পড়িতে আরম্ভ হইল, অনবরত করকাভিঘাতে জর্জ্জরিত ও ব্যাকুল হইয়া কুরঙ্গ, বিহঙ্গমকুল পলায়ন পরায়ণ হইল। সমস্ত দিবস তদ্রূপ বৃষ্টি সম্পাতে নদ নদী স্থল জল সকলি একাকার হইল ক্রমশঃ সায়ংকাল উপস্থিত। ব্যাধনন্দন তাদৃশ দৈব দুর্যোগে মৃগ পক্ষি কিছুই পাইল না ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

সেই অরণ্যের কিঞ্চিৎদূরে বটবৃক্ষে এক কপোত দম্পতী কুলায় বন্ধন পূর্ব্বক বাস করিত তদ্দিবস প্রাতে ঐ কপোতবধূ পোতরক্ষার্থ কপোতকে নিযুক্ত করিয়া আহারীয় বস্তু আহরণার্থ স্বয়ং বনবধ্যে গমন করিয়াছিল দৈবদুর্যোগে ভক্ষ্যদ্রব্য নীবার কণাদি কিছুই পায় নাই সে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অতি মাত্র ক্লিষ্টা হইয়াছিল বিশেষতঃ বৃষ্টি জলে পক্ষদ্বয় সাতিশয় আর্দ্র হওয়াতে উৎপতনে অশক্তা হইয়া নিজ নীড়ে আগমন করিতে পারে নাই, সমস্ত দিবস এক তমাল শাখা অবলম্বন করিয়াছিল পরে প্রবল বায়ুবেগে শাখা ভঙ্গ হওয়ায় তরুতলে

পতিতা হইয়া কর্দ্দমাভিষিক্ত কলেবর শীত সঙ্কুচিত হইয়া মৃতপ্রায়া ছিল।

এতাদৃশাবস্থ প্রাণি দর্শনে কাহার না চিত্ত করুণরসে আর্দ্র হয় কিন্তু ঐ ক্রূরকর্ম্মা নৃশংস ব্যাধ নিজ নয়ন গোচর হইবাতে মাংসাভিলাষে সেই কর্দ্দমাভিষিক্তা কপোত বধূকে গ্রহণ করিয়া পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিল। পারাবতবধূ ঐ কৃতান্ত তুল্য লুব্ধকের করে পতিতা হইয়া প্রাণভয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা কম্পিত কলেবরে চিন্তা করিতে লাগিল হা বিধাতঃ আমার প্রাণ বিগমে ক্ষতি নাই কিন্তু আমার জীবনপতি কপোত শাবকগণ সহিত সমস্ত দিবস অনাহারে আছেন আমার নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তা করিতেছেন, হ প্রাণনাথ, এসময়ে সাক্ষাৎ হইল না, আমি কদাচ তোমার অনুমতি ব্যতীত কোন কর্ম্ম করি নাই এক্ষণে তোমার অননুমতিতে শমন সদন প্রয়াণে কত পরাধিনী হইব, ইত্যাদি নানা চিন্তাতেই রহিল। ব্যাধ অন্য কোন বন্য পশু না পাইয়া কেবল কপোতিকা পিঞ্জর গ্রহণ পূর্ব্বক আপন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল কিঞ্চিৎদূরে গমন করিয়া দেখিল সাতিশয় বৃষ্টিজলে দিক সকল প্লাবিত হইয়াছে বিশেষতঃ গাঢ়তর তিমিরে অরণ্য স্থলী অবগুণ্ঠিতা হইতেছে পথাপথ কিছুই লক্ষ্য হয় না তখন ব্যাধনন্দন রাত্রি মধ্যে নিজগৃহে গমনে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া বাসার্থ স্থান অন্বেষণ করিতে২ ঐ বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইল যে বৃক্ষে

কপোত দম্পতির বাস, ব্যাধ সকল দিন অনাহারে ছিল অতি বুভুক্ষু ও শীতাতুর হইয়া গমনাশক্তিতে সেই বৃক্ষতলে যামিনী যাপন করিবার মানসে ঐ কপোতিকা পিঞ্জর শাখায় বদ্ধ করিল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল!এ বৃক্ষে যে ব্যক্তি বাস করেন আমি অদ্য তাঁহার অতিথি ও শরণাগত হইলাম ইহ. কহিয়া তন্মূলে উপবেশন করিল।

কপোত যুবা সমস্ত দিন গৃহিণীর আগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছিল রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল অদ্য প্রভাতে প্রেয়সী বনপ্রচারে গমন করিয়াছে এক্ষণেও আগমন করিল না কি হইল তাহার অনাগমে আমার জীব নাপগম হয়, কান্তা উৎপাতবাতে দেশান্তরে উড্ডীয়মানা হইয়া কি গৃহাগমনের পথ বিস্মৃতা হইল, কি কোথায় কর কাভিঘাতে জর্জ্জরিতা হইয়া মৃতপ্রায়া আছে কিম্বা পাদপ পতনে চূর্ণায়মানা হইয়াছে, অথবা নিরন্তর সলিল সেকে শীতে লোকান্তরিতা হইয়াছে, কিম্বা কোন নির্দ্দয় কৃতান্ত সম ব্যাধের শরাশন গোচর হইয়াছে, যাহাহউক, বোধ হয় জীবনেশ্বরী অদ্য জীবিতা নাই অন্যথা আমি সমস্ত দিবস শাবক সহ অনাহারে আছি সে কদাচ নিশ্চিন্তা থাকিত না, হা প্রেয়সি মঞ্জুভাষিণি, হা পতিব্রতে কোথায় আছ উত্তর প্রদানে জীবন রক্ষা কর, হা বিধাতঃ অদ্য আমার জীবন

প্রয়োজন বিসর্জ্জিত হইল আর দেহধারণে প্রয়োজন কি, হা সাধ্বি কপোতিকে কোথা গেলে এ কুলায় অদ্য শূন্য রহিয়াছে, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন পুত্র পৌত্রাদি পরিজনে গৃহ নিয়ত আকীর্ণ থাকিলেও গৃহিণী শূন্য হইলে শূন্য প্রায় প্রতীয়মান হয়, গৃহ শব্দে গৃহিণীকেই কহে, যে গৃহে গৃহিণী নাই তাহাতে আর অরণ্যেতে বৈলক্ষণ্য কি, যে স্থানে গৃহিণী আছে সে স্থান বৃক্ষ মূল হইলেও সৌধতুল্য এবং গৃহিণী বিরহিত প্রাসাদও কান্তার সদৃশ, গৃহিণী বিরহে গৃহির গৃহে বাস করা কদাচ বৈধ নহে অতএব আমি অদ্যই প্রাণত্যাগ করিব।

ব্যাধপিঞ্জরাবরুদ্ধা কপোতিকা নিজ প্রাণবল্লভের এতাদৃশ সৌহার্দ্দ বিলাপালাপ শ্রবণ করিয়া অতি কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল প্রভো আমি এই সেই হতভাগিনী কপোতিকা ব্যাধ হস্তগতা যাহার উদ্দেশে আপনকার এতাদৃশ অসামান্য ক্লেশ সূচক করুণা রোদন, হে নাথ, আমি ধন্যা যেহেতু আপনি আমাপ্রতি এমত স্নেহবান্ অতএব আর আমার মরণে ক্লেশের লেশও নাই আপনি শান্ত হউন শোক সম্বরণে যত্ন করুন জন্মিদিগের মরণ কদাচ দুর্লভ নহে, প্রাণিরা নিজ২ সুকৃত ভোগাবসানে বৈবস্বত বশ্য অবশ্যই হয় তাহাতে জ্ঞানি লোকের শোক কি, এই সকল শাবকের মুখাবলোকনে ক্রমশঃ আমাকে বিস্মৃতি হইবেন এইক্ষণে এই ব্যাধ আপনার

আশ্রমে শরণাগত ও অতিথি, ইহার আতিথ্য পরিচর্য্যা করুন্ গৃহি দিগের এই পরম ধর্ম্ম অতিথি পাপিষ্ঠ বা ধার্ম্মিক তাহা পর্য্যালোচনা কর্ত্তব্য নহে।

কপোতি ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাধকে কহিল অতিথে তুমি কি প্রার্থনা কর। ব্যাধ কহিল আমি অনবরত বৃষ্টি সেকে সাতিশয় শীতাতুর হইয়াছি তুমি অতি ধার্ম্মিক অতএব প্রথমতঃ আমার জীবনাপহারক শীতের অপনোদনার্থ যত্ন কর। কপোত ইহা শ্রবণ করিয়া কুলায়ার্থ পূর্ব্ব সঞ্চিত কিঞ্চিৎ শুষ্ক কাষ্ঠ কোটর হইতে বহিষ্কৃত করিল এবং অরণ্য হইতে রাশী কৃত কাষ্ঠ আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি দিলে অগ্নি অতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ব্যাধ সেই অগ্নি তাপে শীত হইতে মুক্ত হইয়া কহিল আমি অদ্য সমস্ত দিন অনাহারে আছি, কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হইলে জীবন রক্ষা হয়, কপোত কহিল আমরা পক্ষিজাতি প্রায় সঞ্চয় রাখি না বিশেষতঃ দৈব দুর্য্যোগে অন্ন্য কিছুই গৃহে নাই, কি প্রদান করিব কিন্তু অতিথি সেবা বিমুখ হইলে অত্যন্ত নরক যাতনা হয় অতএব আমি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করি আপনি অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমার দগ্ধ দেহে ক্ষুধা নিবারণ করুন্ ইহা কহিয়া সেই প্রদীপ্তানলে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিল।

ব্যাধ কপোতের এতাদৃশ সদ্ব্যবস্থার দর্শন করিয়া বিস্ময় রসে মজ্জন পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল একি আশ্চর্য্য, ধর্ম্ম এমত পদার্থ যাহার নিমিত্ত পক্ষি প্রভৃতিরও এতাদৃশ আয়াস, এই ধর্ম্মশীল কপোত আতিথ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ দেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল, আমি এমত পরম ধর্ম্মকে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া পাপাচরণ করি, নানাবিধ প্রাণি হত্যা পর্য্যন্ত করিতেছি, বোধ হয় বিধাতা আমার নিমিত্তই কুম্ভীপাকাদি নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া বিলক্ষণ বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে কপোতিকাকে পিঞ্জর হইতে বিমুক্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিল।

কপোতিকা দেখিল স্বামী অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন অতএব আপনি সেই প্রদীপ্ত জলনে পতন পূর্ব্বক দর্শন করিল নিজপতি কমনীয় মূর্ত্তিধারণ করিয়া সুরচারণে সেব্যমান হওত বিমানে স্বর্গে যাত্রা করিতেছেন, কপোতিকাও তদনুগামিনী হইয়া বহুকাল স্বামি সহ স্বর্গ সুখাস্বাদন পূর্ব্বক চরমে পরম পুরুষে বিলীনা হইল।

রাজসিক পতিব্রতার লক্ষণ।

কাল মাহাত্ম্যে পরপুরুষাভিলাষ কুল কামিনীদিগেরও হৃদয়ে নিয়ত জাগরূক আছে, কিন্তু যাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে দিবানিশা ব্যাপৃত থাকায় বা বহুগোষ্ঠীতে নিয়ত আকীর্ণ

হওয়ায় বা সৎসংসর্গ সকলনে অথবা শোকে কিম্বা রোগে কিম্বা লোক গ্লানি কিম্বা মানহানি ভয়ে কিম্বা পরিজনের তাড়নায় কিম্বা রাজশাসনে অথবা পরকাল চিন্তায় অথবা পাপ পর্য্যালোচনায় পর পুরুষাভিলাষ থাকিলেও অন্তরে তাহা নিগৃহীত করিয়া স্বামি সেবায় নিয়ত রত থাকেন তাঁহা দিগকে রাজসিক পতিব্রতা কহা যায়।

তৎপ্রমাণ যথা, স্থানাভাবাৎ ক্ষণাভাবাৎ মধ্য বৃত্তেরভা বতঃ। দেহ ক্লেশেন রোগেণ সৎসংসর্গেণ সুন্দরি। বহুগোষ্ঠী বৃতেনৈব রিপুরাজভয়ে নচ। রাজা রূপস্য সাধ্বীত্বমেতেনৈব প্রজায়তে ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং।

এবং এস্থান্তরে কলিযুগ প্রস্তাবে কথিত আছে, ইদানী ন্তন স্ত্রীজাতি স্থান প্রাপ্তে ক্ষণ প্রাপ্ত হয় না, ক্ষণ পাইয়া স্থান পায় না এই উভয় সঙ্কলন হইলেও যথা যোগ্য পুরুষাভাবে তাহাদিগের কাহারু২ সতীত্ব রক্ষা হয়, তৎপ্রমাণ, স্থানং নাস্তি ক্ষণোনাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ। তেন নারদ নারীণাং সতীত্ব মুপজায়তে ইতি নারদীয় পুরাণং।

অতএব শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও রক্ষা করিবেক। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য শাস্ত্রে লেখেন নাই।

যথা, অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃস্বৈ র্দিবানিশং। বিষ য়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা হ্যাত্মনোবশে। এবং বাল্যে পিতু

র্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতামিতি চ মনুঃ। এই রক্ষা শব্দার্থ যে কেবল অন্তঃপুর পিঞ্জরে নিয়ত বদ্ধ করা এমত নহে স্ত্রী করিণীদিগের বন্ধনোপায় সুনীতি নিগড় বৈ আর কিছুই লক্ষ্য হয় না।

অতএব যথানীতি তাহাদিগকে সৎসঙ্গে সদালাপনে সৎকার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত করা বিধেয়, তাহা হইলেই তাহারা অসদ্ব্যবহারে বিমুখ হইয়া আপনাকে আপনিই রক্ষা করে অন্য দ্বারা তাহারা কদাচ রক্ষিত হইতে পারে না যেহেতু স্ত্রী লোক বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্তৃক অন্তঃপুর কারা গৃহে সর্ব্বদা রক্ষিত থাকিলেও অরক্ষিতা হয় সুতরাং যে স্ত্রী আপনি আপনাকে রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা।

অতএব তাহারা যাহাতে আপনি আপনাকে রক্ষা করে তাহাই কর্তব্য, দুষ্কর্ম্মের প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে এক কারণ অসৎসঙ্গ, অন্য কারণ দুর্বুদ্ধি, সুতরাং এই কারণ দ্বয়ের সমূলোন্মূলন করিলে তাহাদিগের আর কদাচ কদাচরণ হইতে পারে না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে বাল্যকালে পিতা মাতা পুত্র নির্বি শেষে স্বস্ব কন্যাকে প্রতি পালন পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে সৎসঙ্গে সদালাপনে সচ্চর্চ্চায় নিযুক্তা রাখিবেন পরে তাহাদিগের বিবাহ হইলে স্বামিরা নিজ২ কামিনীকে নানা পুরাণেতি হাস প্রভৃতি শ্রবণ করাইবেন সংসারের আয় ব্যয় বিবেচনার

ভারার্পণ করিবেন এবং অন্ন পাকাদি বিবিধ সাংসারিক ব্য
পারে ব্যাপৃত রাখিবেন যেরূপে হউক তাহাদিগকে সাব
কাশে রাখিবেন না। পণ্ডিতেরা কহেন স্ত্রী জাতির কার্য্যা
ন্তরে অনিয়োজিত সময় অতি ভয়াবহ, সুতরাং ঐ ভয়ঙ্কর
কাল ভদ্রূপে অতিবাহিত করা সুকঠিন হয়, তাহাদিগকে
এই সকল বিষয়ে দিবানিশ নিবদ্ধ না করিলে তাহারা অবসর
পাইয়া পর্য্যাকুলচিত্তে কদাচিৎ দ্বার কপাট উদ্ঘাটন করিয়া
পরপুরুষ দর্শনাভিলাষে রাজপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে
থাকে কদাচিৎ সখীগণ সমভিব্যাহারে অসদ্বিষয়ক আলাপ
প্রসঙ্গে অসাধু কল্পনার উত্থাপন করে কদাচিৎ অস্থির চিত্তে
সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া পরিজনের সামান্য কথায় অতি
নিষ্ঠুর অবক্তব্য অশ্রাব্য দুর্ব্বাক্য বিষ উদ্গার করিয়া আপনার
দুঃশীলতা প্রকাশ করে কখনবা অন্তঃকরণে দুশ্চিন্তার আবি
র্ভাব হওয়াতে দুর্বশ ইন্দ্রিয় গণের বশতাপন্ন হইয়া ব্যভি
চারাদি নানা দোষ সম্পর্কে অধর্ম্মোপার্জ্জন ও নির্ম্মল চরি
ত্রকে অপবিত্র করিতে থাকে তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে সাব
ধানে রক্ষা করিলে তাহারা স্বস্ব সতীত্ব রক্ষা করিয়া পতিমতা
বলম্বিনী হইতে পারে। ইহা না হইলে তাহারা ব্যভিচারাদি
দোষ সহকারে যে কেবল আপনারাই পাপীয়সী হয় এমত
নহে, ব্যভিচারিণী দ্বারা গৃহস্থেরও জাতিপাত ও অপবাদ
হইয়া থাকে একবার ব্যভিচার দোষ যোষাগণের চিত্ত ক্ষেত্রে

উদিত হইলে আর তদ্দোষের নিরাস কোন কালেও হয় না।

ব্যভিচারদোষ স্ত্রীলোকদিগের সকল দোষের প্রধান ও নিদান। ব্যভিচারিণী স্ত্রী যদি কোন কুকার্য্য করে তাহা হইলে লোকে কহে ঐ স্ত্রী ব্যভিচারিণী উহার অসাধ্য কিছুই নাই সুতরাং ব্যভিচার দোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবেক এবং ব্যভিচার দোষের আসত্তি থাকিলে কোন দোষেরই অঘটন থাকে না, হিংসা অসূয়া ক্রোধ ঈর্ষা প্রভৃতি যাবতীয় দোষ সকল ব্যভিচার দোষের সহচর। ব্যভিচারিণী দিগের জাতিপাত ও জনাপবাদ কিছুই ভয় জনক নহে, যে ধর্ম্ম পদার্থ সকল পুরুষার্থের প্রধান, সজ্জনগণ যাহার উপার্জ্জনে নিয়ত যত্নবান্ হইয়া আত্মদেহেতেও নিরপেক্ষ হন, যে ধর্ম্ম সংসার যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য, যে ধর্ম্ম ইহকাল ও পরকালের সহচর এবং ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি যাহার আনুষঙ্গিক ফল, ব্যভিচারিণীরা এমত ধর্ম্ম পদার্থকেও জলাঞ্জলি দিয়া লোক বিদ্বিষ্ট ও অভীষ্টনাশক যে অধর্ম্ম তদুপার্জ্জনে নিয়ত যত্নবতী হয় সুতরাং তাহাদিগের ইহকাল ও পরকাল কিছুই থাকে না, যাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই তাহাদিগের দুষ্কর কর্ম্ম পৃথিবীতে কি আছে তাহারা অভক্ষ্য ভোজন অগম্য গমন প্রভৃতি সকলি করিতে পারে। বিশেষতঃ যোষাজাতির ব্যভিচার উপস্থিত হইলে তাহাদিগের সকল গুণই দূরীভূত হইয়া থাকে। তাহারা স্নেহ রসের মরুভূমি হইয়া নিজ গর্ব্ভ

পাতনাদিও করে এবং উপপতির অনুমত্যনুসারে আপন পতিপুত্রাদিকেও সংহার মুদ্রা দিয়া থাকে ইহা সকলেই অব গত আছেন যে পরপুরুষগামিনী কামিনীরা অনেকানেক দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে ইহার এক পুরাবৃত্ত।

পুরাকালে প্রজাপতি বংশ্য বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার প্রধান মহিষী অতি রূপবতী ছিলেন, মহিষী স্বকর্ম্মবশে ব্যভিচার দোষাঘ্রাত হইলে ক্রমশঃ রাজার প্রতি আপনার বৈরক্তি প্রকাশ করিয়া পরপুরুষাভিলাষ করিতেন, একদা গবাক্ষদ্বারে উপবেশন করিয়া রাজপথে দৃষ্টি প্রদান করিতেছেন এমত সময়ে রাজকর্ম্মচারী এক পরমসুন্দর যুবা ঐ যুবতীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল তাহাতে তিনি তাহার রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় মুগ্ধ হওত নিজ প্রেয়সী দাসীদ্বারা কোন কার্য্যব্যপদেশে ঐ হৃদয়চোরকে স্বগোচরে আনিলেন এবং তাহার সমীপে নিজাভিলাষ প্রকাশ করিলে সে কহিল, সে কি, আপনি রাজ্ঞী, সজ্জনগণের নিকট শুনি য়াছি রাজমহিষী মাতৃ তুল্যা, অতএব এই দাস ব্যক্তিতে আরক্তা হওয়া উচিত নহে বিশেষতঃ একথা কখন অপ্রকাশে থাকিবে না, রাজা অতি দুর্দ্দান্ত কৃতান্ত তুল্য, শ্রবণ মাত্রে আমাকে শমন সদনে প্রেরণ করিবেন তোমাকেও যৎপরো নাস্তি ক্লেশ দিবেন অতএব দন্তে তৃণ করিয়া প্রার্থনা করি আপনি এই নীচ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করুন, রাজ্ঞী তাহার এই

সকল হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন যথার্থ বটে রাজাই এতাদৃশ অভীষ্ট সিদ্ধির প্রত্যূহস্বরূপ অতএব অগ্রে তাঁহাকে বিনষ্ট করি পরে নিষ্কণ্টকে এই মনোজ্ঞ পুরুষ রত্ন লইয়া দিবানিশি সুখে কালযাপন করিব ইহা ভাবিয়া কহিলেন আমি পরিহাস ছলে ইহা কহিয়াছি এক্ষণে তুমি স্থানান্তরে যাও কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে একবার অন্য সময়ে সাক্ষাৎ করিবে এই প্রতারণা বাক্যে যুবাকে বিদায় দিয়া তদবধি নিজ স্বামির বিনাশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । রাজা নীতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন সর্ব্বদা রক্ষিগণে রক্ষিত হইতেন পরীক্ষিত দ্রব্য ব্যতীত ভক্ষণ করিতেন না তাহাতে ঐ দুঃশীলা রাজ্ঞমহিলা তাদৃশ সাহসিক কার্য্যে কিছুকাল কৃতার্থা হইতে পারেন নাই কিয়দ্দিবস পরে এক রজনীতে নিজ বেণী মধ্যে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বদ্ধ করিয়া রাজপর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন পরে রাজা যথা সময়ে আগমন পূর্ব্বক শয়ন করিলে ঐ কুল পাংশুলী ছলে কলে কৌশলে প্রণয় কোপের উদ্ভাবন করিয়া কপট নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন, রাজা বিশেষ কিছুই জানেন না প্রথমতঃ মানিনীর মানভঙ্গার্থ সামাদি পদে পতন পর্য্যন্ত সকলি করিলেন কিন্তু কিছুতেই অভি মুখ্য হইল না প্রত্যুত ঐ দুশ্চরিত্রা ছলে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন, রাজা রাজ্ঞীর যথার্থ নিদ্রা বোধ করিয়া হতাশ্বাস হইলেন ও বহুতর রাজ্যকার্য্যের পর্য্যালোচনায় শ্রান্ত ছিলেন ক্ষণকাল পরেই নিদ্রিত হইলেন,

পরে পাপীয়সী ভূপতিকে প্রসুপ্ত দেখিয়া বেণী হইতে ছুরিকা বহিষ্কৃত করিয়া অনায়াসে তাঁহার গলদেশে দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন এমত অঘটন ঘটনা পূর্ব্বকালে কত ঘটিয়াছে এবং এক্ষণেও ঘটিতেছে, অতএব ব্যভিচারিণী দিগের অসাধ্য কি আছে।

পুরা কালে কাশিরাজ নামে এক মহাবলী রাজা ছিলেন, তাঁহার মহিষী অসামান্য রূপবতী ছিলেন, তাঁহার রূপের অনুরূপ ত্রিলোকীতলে ছিল না, নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে রূপ বতী নারী শত্রু অর্থাৎ স্ত্রী জাতির অতিশয় রূপ অনর্থ পর ম্পরার মূলীভূত কাশিরাজ মহিষী অতি রূপবতী সুতরাং তাঁহার ব্যভিচার দোষের সঞ্চার হইল। রাজা অতিরূপ পক্ষ পাতী, মহিষীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শ্রুতি পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ও রাজ্ঞীর প্রতি প্রেম গ্রন্থির শৈথিল্য করিলেন না, বিবেচনা করিলেন আমি যদি অধিক প্রেম পাশে প্রেয়সীকে বদ্ধ করি তাহা হইলে তাঁহার সুতরাং অন্যপুরুষাসক্তির সঙ্কোচ হইবে ইহা ভাবিয়া ঐ দুশ্চরিত্র কলত্রের প্রতি পূর্ব্বা পেক্ষা অধিক প্রেম বিস্তার করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে ঐ পুংশ্চলী মনে মনে ভাবিলেন এ কি ঘোর দায়, রাজা আমাকে শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে ক্ষণকালও পরিত্যাগ করেন না, কি রূপে কোন্ সময় আপন মনো বৃত্তির অনুবর্ত্তিনী হই

এই দুষ্ট রাজাকে নষ্ট না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ সম্ভাবনা নাই, কি প্রকারে রাজাকে বিনাশ করি এই চিন্তাতেই রাজ্ঞী দিন যাপন করিতে লাগিলেন। পরে একদা নিজ নূপুর বিষদিগ্ধ করিয়া ক্রোধচ্ছলে ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক ম্লান বদনে ভূমিশয়নে রহিলেন, রাজা ক্ষণকাল প্রেয়সীকে না দেখিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারিকা অঙ্গুলী সংজ্ঞায় ক্রোধাগার দেখাইয়া দিলে অতিব্যস্ত হইয়া তৎস্থানে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন প্রিয়তমা ভূমি শয়ানা চীৎকার রবে রোদন করিতেছেন তদ্দর্শনে রাজা ব্যাকুল হইয়া রোদন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহিষী কহিলেন তুমি ধূর্ত্ত নায়ক তোমার মুখাবলোকন করিব না রাজা শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে চাটুকারে প্রেয়সীর চরণ ধারণে উদ্যুক্ত হইলে রাজ্ঞী সাবজ্ঞাচনে ভূপতিকে পদাঘাত করিলেন তাহাতে বিষদিগ্ধ নূপুর কোমল রাজ শরীরে ঘৃষ্ট হইবাতে কিঞ্চিৎ শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল, হলাহল তৎক্ষণাৎ সেই শোণিত পথে রাজার দেহে প্রবিষ্ট হইলে তখন রাজা বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন, অতএব স্ত্রীলোকের ব্যভিচার উপস্থিত হইলে দয়াদি সকল গুণই বিলুপ্ত হইয়া যায়, যে স্বামী কামিনী দিগের পরম গুরু, মাতা পিতা ও ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি সকল পরিজন হইতে আত্মীয় তম শত পুত্র হইতেও স্নেহপাত্র, এমত স্বামিকে ও অনায়াসে বিনাশ করা ব্যভিচারের প্রথম ফল।

ব্যভিচারিণী দিগের চরিত্র কথা প্রকাশে আর এক পুরা বৃত্ত স্মৃতি পথে উদিত হইল।

ব্যভিচারিণী দিগের হৃদয়ের ক্রূরতা কত কহিব, ত্রিগর্ত্ত নামে জনপদে এক গৃহস্থ বাস করিত তাহারা তিন সহোদর, জ্যেষ্ঠের নাম ধনক, মধ্যমের নাম ধান্যক, কনিষ্ঠের নাম ধন্যক। এই ধন্যকের স্ত্রী অতি সুন্দরী ছিল, ধন্যক তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ছিল। ইহারা তিন সহোদরে ঐক মত্যে একান্ন বর্ত্তি থাকিয়া সংসার যাত্রা সমাধা করিত, কিছু কাল পরে তৎ প্রদেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মেঘ সকল বন্ধ্য হওয়াতে বসুমতী শস্য বিহীনা হইলেন, প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে যাবতীয় বৃক্ষ শুষ্ক হইল যাহা দিগের যৎ কিঞ্চিৎ ধন ধান্যাদি সঞ্চিত ছিল চৌর্য্য বৃত্তির প্রাচুর্য্যে তাহাতেও তাহারা বঞ্চিত হইল, এতাদৃশ অনাবৃষ্টিতে প্রাণি গণ ভোজ্য পানীয় না পাইয়া কষ্টে বিনষ্ট হইতে লাগিল নদ নদী সকলি নির্জ্জল হইল, খাদ্য বস্তু দূরে থাকুক তৎকালে মানব গণের পিপাসায় হাহাকার শব্দে গগণ মণ্ডল আচ্ছন্ন ছিল, মনুষ্য সকল ক্ষুৎপিপাসায় রাক্ষস বৃত্তিতে পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল এই দুর্ভিক্ষে উপরোক্ত গৃহস্থ পূর্ব্ব সঞ্চিত বিষয় পরিক্ষীণ হওয়াতে খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা বিনি র্মুখে দাস দাসী ও গো মহিষ প্রভৃতি ক্রমশঃ ভক্ষণ করিল পরে উদরজ্বালায় ব্যাকুল হইয়া জ্যেষ্ঠা বধূকে বিনষ্ট করিয়া প্রথমতঃ

জঠরানলে প্রদান করিল তদনন্তর মধ্যমাবধূকে সংহার মুদ্রা প্রদান করিয়া মন্ত্রণা করিল আগামি দিনে ধূমিনী নাম্নী কনিষ্ঠা বধূকে ভক্ষণ করিতে হইবে, ধন্যক প্রাণসমা প্রিয়তমাকে কি প্রকারে বিনাশ করিবে ইহা ভাবিয়া সেই যামিনী যোগে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া পলায়ন করিল এবং পথিমধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া নিজ শরীর নখে কর্ত্তন পূর্ব্বক রক্ত মাংস প্রদানে পরিতৃপ্তা করিল অনন্তর কিয়দ্দূরে গমন করিয়া দেখিল কোন কূপমধ্যে এক খঞ্জ নাসা কর্ণ বিহীন শোণিতসিক্ত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে, নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল মহাশয় আমি অনাথ কুরূপ, আমার নাম শ্রেষ্ঠি পুত্র, স্থানান্তর যাইতেছিলাম, এই পথি মধ্যে দুষ্কর কর্ম্মকারি তস্করেরা আমার যথা সর্ব্বস্বাপ হরণ করিয়া এই অবস্থা করিয়াছে, অতএব মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করুন। ধন্যক তাহা শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিল, খঞ্জ তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া কহিল প্রভো যদি আপনকার এতাদৃশ কৃপা তবে আমার এই মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার উপায় করুন নতুবা ক্ষুৎপিপাসায় আমার প্রাণ যায় তাহাতে ধন্যক বিবেচনা করিল এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি বিনশ্বর ইহা দ্বারা পারলৌকিক সহচর যে ধর্ম্ম তাহার উপা র্জ্জন করা অতি কর্ত্তব্য ইহা ভাবিয়া তাহাকেও স্বশরীর কর্ত্তন

পূর্ব্বক রক্ত মাংস প্রদানে অন্যস্কন্ধে লইয়া চলিল কুরূপ ধন্যকের এতাদৃশ সদ্ব্যবহার দর্শনে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল, ধন্যক উভয়কে স্কন্ধে বহন পূর্ব্বক অতিদূরে অপূর্ব্ব এক শস্যশালী বনস্থলী প্রাপ্ত হইল সে স্থানে নানা ফল মূলাদি ও নির্ঝর জল পাইয়া পরমাহ্লাদে স্নান ভোজনাদি করিল এবং কিয়ৎ দিবস সে স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সুখে দিনপাত করিতে লাগিল, ইঙ্গুদী তৈল সেবনে খঞ্জের শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইল ধন্যক প্রতিদিনবন্য ফল মূলাদি আহরণ করিয়া আত্ম নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত।

একদা ধন্যক ফল মূলাদি আনয়নার্থ নিবিড় বনে প্রবেশ করিলে ধূমিনী কামাতুরা হইয়া কুরূপকে কহিল ওহে কুরূপ তোমার এরূপ নাম কে রাখিয়াছে আমি তোমাকে সর্ব্বদা সুরূপ দেখি তুমিই আমার অনুরূপ পতি আমি যুবতী সেই স্থবির পতিতে কিছুই প্রীতি জন্মে না অতএব তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই অমূল্য যৌবন সফল কর, কুরূপ তাহা শ্রবণমাত্র শ্রবণে হস্তার্পণ করিয়া কহিল ধূমিনি কি কহিলে এমত কথা আর কদাচ কহিও না, যে আমাকে অতি সঙ্কটে রক্ষা করিয়া প্রাণ প্রদান করিয়াছে এবং অদ্যাপিও প্রতিপালন করিতেছে আমি তাহার বিশ্বাসঘাতক হইব, শুনিয়াছি বিশ্বাস ঘাতকের পরিত্রাণ নাই আর তুমি এই পাপে এককালে পর

লোক বিনষ্ট করিবে অতএব এ দুরভিলাষ পরিহার কর।
ধূম্রিনী কুরূপের এইরূপ বাক্যে শান্তা না হইয়া স্বয়ং তাহার
কণ্ঠ গ্রহণাদি করিল পরে মধ্যাহ্নকালে ধন্যক কুটীরে আসিয়া
কহিল প্রিয়ে কোথায় এই কঠোর সূর্য্যাতপে আমার সাতি
শয় পিপাসা হইয়াছে প্রাণযায় প্রাণেশ্বরি শীঘ্র জল প্রদান
কর, ধূম্রিনী তাহা শ্রবণ করিয়াও অশ্রুতের ন্যায় উপেক্ষা
করিল পরে পুনর্ব্বার ধন্যক জল প্রার্থনা করিলে ধূম্রিনী নীরস
বাক্যে ঘটী যন্ত্র ও কূপ প্রদর্শন করাইয়া কহিল স্বয়ং জল
উত্তোলন করিয়া পান কর আমার সাতিশয় শিরোবেদনা
হইয়াছে, ধন্যক বনপর্য্যটন শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়াছিল,
সুতরাং অগত্যা স্বয়ং ঘটী গ্রহণ পূর্ব্বক অধোমুখে কূপহইতে
জল উত্তোলন করিতে লাগিল এমত সময়ে ঐ ব্যভিচারিণী
ধূম্রিনী অমনি শীঘ্র গমন করিয়া তাহাকে কূপে নিক্ষেপ
করিল, ধন্যক কূপে পতিত হইয়া লতাবলম্বনে রহিল, ধূম্রিনী
অত্যাদরে কুরূপকে স্কন্ধে লইয়া বন ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক
জনপদাভিমুখে যাত্রা করিল, ক্রমশঃ নানা দেশ ভ্রমণে ও
পতিব্রতার প্রতিপত্তিলাভে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিল
পরে অবন্তি রাজপ্রসাদে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া কিয়দ্দিবস
তদ্দেশে সুখে বাস করিতে লাগিল।

এস্থানে ধন্যক কূপহইতে উঠিতে অশক্ত হইয়া রহিয়া
ছিল, একদা সার্থবাহবর্গ সলিল অন্বেষণ করিতে ঐ কূপ

নিকটে আগমন করিয়া ধন্যককে তদবস্থ দেখিয়া কৃপা বুদ্ধিতে উত্তোলন করিল, ধন্যক এতাবৎ কাল কেবল সলিল পানেই প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, স্থল পাইয়া ফল মূলাদি ভোজন করিতে লাগিল, কিন্তু ধূমিনীর পূর্ব্বাপেক্ষা বিরহে ক্রমশঃ ক্লিষ্ট হইল। ঐ ব্যভিচারিণী তাহারপ্রতি এতাদৃশ দুঃশীলতা করিয়াছে তথাপি সে তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ক্ষিপ্ত প্রায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদা দৈবযোগে ঐ অবন্তি দেশে উপস্থিত হইলে ধূমিনী নিজপতিকে পুন জীবিত দেখিয়া সাতিশয় রোষাবেশে রাজসমীপে আবেদন করিল, মহারাজ যে তস্কর পথিমধ্যে আমার পতিকে এতাদৃশাবস্থ করিয়াছে সেই ঐ আসিয়াছে, রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া অবিচারে ধন্যককে শূল প্রদানের আদেশ করিলেন। ধন্যক ঐ ব্যভিচারিণীর ব্যবহার ও আত্মকৃত উপকার স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল বিস্ময়রসে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় রহিল পরে কহিল মহারাজ আপনি ধর্ম্ম বিচার না করিয়া কি ঐ ব্যভিচারিণীর বাক্যে একটা মহাপ্রাণিকে বিনষ্ট করিবেন যদি কুরূপ ইহাতে সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে যাহা উচিত করুন, রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া কুরূপকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পর্য্যশ্রু হইয়া ঐ প্রাণদাতা ধন্যককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক যথার্থ ধূমিনী চরিত্র আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল তাহাতে সভাস্থ সমস্ত লোক আশ্চর্য্য যুক্ত হইলেন, রাজা কোপোপরক্ত নয়নে

ঐ কুল পাংশুলী ধূমিনীর নাসা কর্ণ চ্ছেদন করিয়া তাহাকে কুক্কুর ভোগ্যা করিলেন।

অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন ব্যভিচারিণীদিগের অসাধ্য কি, ইহাদিগের চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের কিঞ্চিৎ সারাংশ গ্রহণ করিলাম।

ব্যভিচারিণীরা বিষকুম্ভ তুল্য কিন্তু তাহাদিগের মুখমণ্ডল কেবল অমৃতভাণ্ড হৃদয় ক্ষুরতুল্য কিন্তু তাহারা মধুর ভাষিণী তাহাদিগের অন্তঃকরণ নিয়ত মলিন অথচ সর্ব্বদা প্রসন্ন বদন অতএব তাহাদিগের চরিত্র শ্রুতি স্মৃতিতেও প্রতিপন্ন হইতে পারে না সুতরাং তাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না তাহা দিগের শত্রু কে মিত্র কে ইহা জ্ঞাতা হওয়া দুষ্কর তাহারা বাহ্যে আপনার সতীত্ব প্রকাশ করে কিন্তু হৃদয়ে নিয়তই পরপুরুষাভিলাষ করিয়া থাকে এবং বাহ্যে লজ্জা প্রকাশ করিয়া নির্জ্জনে লজ্জাকেও লজ্জা দেয় আর সম্ভোগক্ষম পুরুষকে সাতিশয় স্নেহ করে, বৃদ্ধ বা আতুর স্বামিকে শত্রু জ্ঞান করে তাহারা সকল দোষের আবাস সকল গুণের মরুভূমি, সকল মায়ার পাত্র, সকল অপ্রত্যয় স্থান, ধর্ম্মার্থনাশের মূলীভূত ও মুক্তিমার্গের কপাট এবং সংসার বন্ধের নিগড়, বিশেষতঃ সকল সাহসিক কার্য্যে কৃতী, কাপট্য ও অহঙ্কার তাহাদিগকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ করে না তাহারাই সংসার মধ্যে

কলহাঙ্কুরের সঞ্চার করিয়া পরিবারদিগের পরস্পরের অনৈক্য জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে অন্যত্র কথিত আছে ব্যভিচারিণীরা নিয়ত অধর্ম্মশীলা ও দুঃশীলা, স্বামী অতি সুন্দর হইলেও তাঁহাকে বিরূপ বোধে দিবানিশ ভৎর্সনা করে, উপপতি অতি কুৎসিত হইলেও তাহাকে কন্দর্পের ন্যায় দেখে তাহাদিগের হৃদয়ে নিয়ত পরপুরুষাভিলাষ আছে তথাপি বাহ্যে সর্ব্বদা আপন সতীত্ব প্রকাশে যত্ন করে।

ব্যভিচারিণীরা বাহ্যে সতীত্ব প্রকাশার্থ পতি পরিচর্য্যা করে এ বিষয়ে এক আধুনিক ইতিহাস প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম পাঠক মহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না এই ইতিহাসের প্রমাণ লোক প্রবাদ মাত্র।

কতিপয় বর্ষ গত হইল এতৎ প্রদেশে কোন গ্রামে হরিদাস নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন হরিদাস কিঞ্চিৎ প্রবীণাবস্থায় এক নবীনা কামিনীকে বিবাহ করিলেন, তাহার নাম সহাগিনী, সে অতি সুন্দরী, যৌবনাবস্থিতা হইলে হরিদাস আপন বাসে আনিয়া সংসার ধর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, সহাগিনী স্বামি সদনে আগমনাবধি নিয়ত স্বামি শুশ্রূষা করিতে লাগিল স্বামিপ্রতি তাহার এতাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হইল যে কলিযুগে কোন কুলকামিনীর তাদৃশ ভক্তি দৃষ্ট ও শ্রুত হয় না, হরিদাস সেই প্রেয়সী পরিগ্রহে গৃহাশ্রমকে সার্থক জ্ঞান

করিতেন কিন্তু তিনি একদা ভাবিলেন আমার প্রতি ইহার অসাধারণ ভক্তি ও প্রীতি ইহাতে কোন আশঙ্কাই নাই কিন্তু আমি একক অন্য পরিজন কেহই নাই এবং প্রতিবাসিরাও নিতান্ত নিকটবর্ত্তি নহে, আমি গৃহে না থাকিলে একাকিনী এই কামিনী কিরূপে যামিনী যাপন করে ইহা একবার পরীক্ষা করা বিহিত মন্ত্রণা যেহেতু শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে দেবতারাও ব্যভিচারিণীর চরিত্র বুঝিতে পারেন না। মনে মনে এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তদ্দিবসেই ব্রাহ্মণীকে কহিলেন প্রেয়সি অদ্য আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রয়োজন আছে, স্থানান্তরে যাইব ২।১ দিবস বিলম্বে আসিব। ব্রাহ্মণী অতি ম্লান বদনে কহিল নাথ অধিক বিলম্ব না হয় আমি পথ নিরীক্ষণে রহিলাম।

পরে ব্রাহ্মণ বাটীর বহির্গত হইয়া কোন স্থানে গোপন ভাবে দিন যাপন করিলেন এবং ক্রমে সায়ং কাল উপস্থিত দেখিয়া নিজ স্ত্রীর চরিত্র দর্শনার্থ অদৃশ্যভাবে স্বভবনে আগমন পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে এক বকুল বৃক্ষ ছিল ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রহিলেন। এক ব্যক্তি গ্রামরক্ষকের প্রতি ঐ ব্রাহ্মণীর আসক্তি ছিল, ব্রাহ্মণ বাটীতে নাই, ব্রাহ্মণী তাহার সহিত সুখে রজনী বঞ্চনের মানসে সন্ধ্যা সময়েই তাহাকে আসিতে সংঙ্কেত করে। গ্রামরক্ষক তৎসময়ে বাটীতে উপস্থিত হইল ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ও সহাগিনীর ব্যবহার দর্শনার্থ সেই বৃক্ষেতেই সঙ্কুচিত শরীরে রহিলেন

ব্রাহ্মণী ঐ উপনায়কের আগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছিল অতএব তাহার দর্শনে প্রফুল্ল নয়নে সহাস্য বদনে সমাদর করিয়া আসন প্রদানাবসানে প্রেমালাপনে প্রবৃত্তা হইল। গ্রাম রক্ষক কহিল প্রিয়ে আমি অদ্য সমস্ত দিবস অনাহারে আছি, অত্যন্ত বুভুক্ষু, অন্নব্যঞ্জনের শীঘ্র সংযোগ কর পরে মনোরথ পূর্ণ করিব। ব্রাহ্মণী তাহা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র সত্বরে বাটীর বহির্গমন পূর্ব্বক স্বয়ং ধীবর গৃহ হইতে মৎস্য আনয়ন করিল পরে হরিদাসের শয়নীয় শয্যায় ঐ উপপতিকে শয়ন করাইয়া অতিসত্বর রন্ধন গৃহে গমন পূর্ব্বক পাকানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হইল রাত্রি ক্রমে অধিক হইতে লাগিল হরিদাস বিবেচনা করিলেন, এ কি, আমি জানিতাম এই কুলপাংশুলী অতি পতিব্রতা, ইহার পাতিব্রত্য কি এই, যাহা হউক ইহারা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে উভয়ে ভোজন করিয়া আমার সমক্ষে রঙ্গরসে নিশাবসান করিবেক ইহা আমার কদাচ সহ্য হইবে না অতএব আমি এই অবসরে গ্রাম রক্ষককে প্রথমতঃ সংহার করি পরে পাপীয়সী কি করে তাহাও দেখিব, ইহা ভাবিয়া অল্পেং তরু হইতে নামিয়া গৃহান্তর স্থিত এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র সাবষ্টম্ভে গ্রহণ পূর্ব্বক আত্ম শয্যার সুখ প্রসুপ্ত সেই গ্রাম রক্ষকের মস্তকচ্ছেদন করিলেন অনন্তর গোপন ভাবে পূর্ব্ববৎ বকুল বৃক্ষে বসিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণী পাক প্রস্তুত করিয়া ভাবিল প্রাণপতি সাতিশয় ক্ষুধিত হইয়া নিদ্রিত আছেন,

তাঁহাকে জাগরিত করিয়া ভোজন করাই, তিনি ভোজন করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে ইহা ভাবিয়া শয়ন গৃহে গমন পূর্ব্বক দেখিল সে কাল নিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ এক স্থানে তাহার দেহ অন্য স্থানে মস্তক রহিয়াছে, গৃহ মধ্যে শোণিত নদী, শোণিতে শয্যাদি সকল আর্দ্র হইতেছে, ব্রাহ্মণী তাহা দেখিয়া অমনি অবনীতলে পড়িল, তাহাতে ক্ষণকাল অচৈতন্যাবস্থায় রহিয়াছিল, পরে উঠিয়া কোন্ ব্যক্তি এমত সাহসিক কার্য্য করিল ইহা ভাবিয়া বাটীর চতুর্দ্দিগে অন্বেষণ করিতে লাগিল পরে বাটীর মধ্যে কাহাকেও না দেখিয়া পরিশেষে প্রিয়তমের ছিন্ন মুণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল তাহার বিলাপেতেই রাত্রি সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর হইল পরে ব্রাহ্মণী ঐ শব কম্বলবদ্ধ করিয়া মস্তকে লইয়া বাটীর বহির্গতা হইল একে অমাবস্যারাত্রি তাহাতে আবার গগণ মণ্ডলে ঘনঘটার উদয় হওয়াতে গাঢ়তর অন্ধকার কিন্তু একাকিনী সেই কুলকামিনী নির্ভয়ে ক্রোশান্তরিত নদীতে ঐ শব বিসর্জ্জন করিয়া অনায়াসে নিজাবাসে আসিল।

ব্রাহ্মণ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং একি আশ্চর্য্য ব্যভিচারিণীদিগের অসাধারণ সাহস, সাহসিক পুরুষ ও এতাদৃশ ব্যাপারে ভীত হয়, ইহা ভাবিতে লাগিলেন ক্রমশঃ নিশা অবসন্না হইল ব্রাহ্মণ বকুল বৃক্ষ হইতে গোপনে অবতীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ বেলা ক্ষেপ করিয়া

গৃহে পুনর্ব্বার প্রকাশ ভাবে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী দ্বার দেশে অঞ্চল শয্যা শয়নে রোদন করিতেছিল, পতিকে দেখিয়া পূর্ব্ববৎ পরমাহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক আসনাদি প্রদান করিল পরে ব্রাহ্মণ রোদন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিল নাথ তোমার বিরহে গত দিবস মৃতপ্রায়া ছিলাম গমন কালে বিস্মৃত হইয়া তোমার পাদোদক গ্রহণ করি নাই সুতরাং গত দিবস আমার উপবাস হইয়াছে, আর এ অধীনীকে একাকিনী রাখিয়া তোমার প্রবাস বাস কি এসময়ে বিহিত, প্রাণের ভয় অপেক্ষা জাতির ভয় অধিক, অন্য কেহই নাই, আমি সদা সশঙ্কিত মনে দিন যামিনী যাপন করিয়াছি অধিক কি কহিব এমত কর্ম্ম আপনি আর কদাচ করিবেন না, ব্রাহ্মণ কহিলেন প্রিয়ে তাহাই বটে এসময়ে তোমাকে একাকিনী রাখিয়া কোথাও যাওয়া অনুচিত কিন্তু তোমার যে অসাধারণ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সেই তোমাকে রক্ষা করিবে আমি উপলক্ষ্য মাত্র, ব্রাহ্মণী গলে অঞ্চল দিয়া কহিল প্রভো আমি তোমার চরণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না, ব্রাহ্মণ সহাস্যবদনে কহিলেন পতিব্রতে তুমি গত দিবস আমা বিরহে কিরূপে যাপন করিলে সত্য কহ, ব্রাহ্মণী কহিল ঠাকুর তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি কল্য তোমার অদর্শনে রোদন করিয়াই যাপন করিয়াছি, ব্রাহ্মণ আর ক্রোধ রিপুকে যাপ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন অরে পাপীয়সি আর পাতিব্রত্য প্রকাশে কার্য্য নাই আমি বকুল বৃক্ষে

বসিয়া তোর গত রাত্রির সকল বৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি অতএব ব্যভিচারিণীর চরিত্রকে প্রণাম।

ব্রাহ্মণী তাহা শ্রবণ করিয়া অরে দুষ্ট বামন তুই আমার জীবন সর্ব্বস্বকে বিনাশ করিয়াছিস, ইহা কহিয়া সম্মুখস্থিত এক সামান্য অস্ত্র ঐ ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষেপণ করিল কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা সহসা ধারণ করাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন অরে পাপিষ্ঠা ব্রাহ্মণি, তুই আমাকে কি বিনাশ করিবি, আমি মনে করিলে তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু স্ত্রীহত্যা করায় অত্যন্ত পাপ, একে তোর সংসর্গে মহাপাতক আমাকে স্পর্শ করিয়াছে আবার স্ত্রীহত্যা করিয়া পরলোক বিলুপ্ত করিব, দূর হউক এ সংসারাশ্রমে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া পরকালের চিন্তা করি, ইহা কহিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তীর্থ পর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন।

অতএব কহিয়াছি ব্যভিচারিণীদিগের অসাধ্য কিছুই নাই তন্নিমিত্ত এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যভিচার দোষ যাহাতে যোষাগণকে স্পর্শ না করে এমত চেষ্টা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য, ব্যভিচারের উদ্রেক না হইলে স্ত্রীগণ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পরায়ণা হইয়া স্বরূপতির মতাবলম্বনে দিন যাপন পূর্ব্বক আপনার পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রাপ্তি ও স্বামির অতুল সুখ বংশ বর্দ্ধন প্রভৃতি নানা ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে ইতি।

সমাপ্তঃ।